CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 6 February, 2021 ■ আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২৩ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দক্ষিণ ত্রিপুরা সফরকালে দশমী রিয়াং পাড়াস্থিত পদ্মশ্রী খেতাবে ভূষিত সত্যরাম রিয়াংয়ের বাড়িতে যান।

পদ্মশ্রী সত্যরাম রিয়াংয়ের বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ বিকেলে দক্ষিণ ত্রিপুরা সফরকালে দশমী রিয়াং পাড়াস্থিত পদ্মশ্রী খেতাবে ভূষিত সত্যরাম রিয়াংয়ের বাড়িতে যান। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব পদ্মশ্রী খেতাব পাওয়ায় হজাগিরি নৃত্যের কিংবদন্তি শিল্পী সত্যরাম রিয়াংকে পুপস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

সেখানে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বলেন, সত্যরাম রিয়াংয়ের পদ্মশ্রী খেতাব আমাদের গর্বিত করেছে। এই নিয়ে রাজ্যের তিনজন জনজাতি সম্পদায়ের শিল্পী পদ্মশ্রী খেতাব পেলেন। যা এই রাজ্যের গর্ব। ত্রিপুরা ছো-রাজ্য হলেও তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য খুবই সমৃদ্ধ। তিনি বলেন, সংস্কৃতি আমাদের শক্তি। এই সংস্কৃতি আমাদের ঐক্যবদ্ধ রেখেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সাংস্ক'তিক ঐতিহ্য আজ দেশ-বিদেশে সমাদৃত। এখানকার বর্ণময় সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আমাদের অহংকার। তিনি বলেন, রাজ্যের জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকার আন্তরিক। রাজ্যের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির বিকাশে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। দশমী রিয়াং পাড়ায় সত্যরাম রিয়াংয়ের বাড়িতে তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানোর সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বকাফা বিএসি'র চেয়ারম্যান গৌরীশংকর রিয়াং ও জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন।

কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে এবার ময়দানে নামল রাষ্ট্রসংঘ

নয়াদিল্লী, ৫ ফেব্রুয়ারি।। কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে এ বার ময়দানে নামল রাষ্ট্রসঙ্ঘ। শুক্রবার সরকার এবং বিক্ষোভকারী দু'পক্ষকেই 'সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংযম' পালনের বার্তা দিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার দফতর। ভারতে চলমান কৃষক বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়ে সম্প্রতি টুইট বার্তা দিয়েছিলেন পপ তারকা রিহানা, পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। সেই আবহে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ওই দফতরের তরফে টুইট করে বলা হয়েছে, 'চলমান কৃষক বিক্ষোভে আমরা সরকার এবং বিক্ষোভকারী দু'পক্ষের কাছেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংযম পালনের আবেদন রাখছি। শুধু বাইরে নয়, অনলাইনেও শান্তিপূর্ণ জমায়েত এবং মতপ্রকাশের অধিকার সুরক্ষিত থাকা উচিত। মানবাধিকারের কথা মাথায় রেখে ন্যায়সঙ্গত সমাধান খুঁজে বার করাই গুরুত্বপূর্ণ'।

নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দিল্লিতে কৃষকদের বিক্ষোভ-আন্দোলন নাড়িয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মহলকেও। সম্প্রতি কৃষকদের দাবিকে সমর্থন করে টুইট করেন পপ তারকা রিহানা, পর্নস্টার মিয়া খলিফা, সুইডেনের পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গের মতো অনেকেই। সেই আবহে এ বার বার্তা দিল রাষ্ট্রসঙ্ঘ।

নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে দিল্লির সীমানায় জমায়েত চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। এর মধ্যেই সমাধান খুঁজতে সরকার পক্ষের সঙ্গে ১১ দফা আলোচনা চালিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলি। কিন্তু তা নিষ্ফলা হয়েছে। পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয় গত ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে।

ওই দিন দিল্লির বুকে ট্র্যাক্টর র‍্যালি করেন কৃষকরা। বিক্ষোভকারীদের একাংশ লালকেল্লায় পতাকাও তুলে দেন। এর পর পরিস্থিতি কিছুটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। দিল্লির সীমানায় যেখানে বিক্ষোভকারীদের অবস্থান চলছে, সেখানকার বহু জায়গায় ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। বস্তুত 'অনলাইন'-এ নিজের মতপ্রকাশের দাবিকে মান্যতা দিয়ে শুক্রবার বার্তা দিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘও।

মাধ্যমিক ও দ্বাদশের পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। শুক্রবার ২০২১ সালের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করল ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। আগামী ১৯ মে থেকে ইংরেজি বিষয় দিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে, শেষ হবে আগামী ৪ জুন।এবং মাদ্রাসা আলিম, ফাজিল পরীক্ষা শেষ হবে ৯ জুন। উচ্চ মাধ্যমিক শুরু হবে ১৮ মে ইংরেজি পরীক্ষা দিয়ে। শেষ হবে ১১ জুন ভূগোল পরীক্ষা দিয়ে। সম্পন্ন নতুন সিলেবাস হবে পরিক্ষা। অর্থাৎ এন সি ই আর টি সিলেবাসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক কলহের জেরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। পারিবারিক কলহের জেরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এক গৃহবধূ। গৃহবধূটির নাম নতুন লক্ষী ত্রিপুরা। বাড়ির দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের সোনাইছড়ি রাজারাম বাড়ি এডিসি ভিলেজে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। গৃহবধূকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায় অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর জওয়ানরা।

তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে তাকে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে নতুন লক্ষী ত্রিপুরা ও তার স্বামী একটি বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে ফিরে এসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়।নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়ার আগে ছেলেমেয়েদের জন্য কেন ওই গৃহবধূ রান্না করে গেলেন না তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। এর জের ধরে গৃহবধূ গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।আগুনে তাঁর শরীরের সিংহভাগ অংশ ঝলসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামী এবং পরিবারের লোকজনরা দমকল বাহিনীর জওয়ানদের খবর দেন।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আশঙ্কাজনক অবস্থায় গৃহবধূকে উদ্ধার করে প্রথমে বিলোনিয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠমো গড়ে তোলার উপর সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। জোলাইবাড়ি ব্লকের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এই এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশেও সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। আজ দেবদারু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী কোয়াইফাং নারদ পাড়ার প্রাকৃতিক জলাশয়টি পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নারদ পাড়ার এই প্রাকৃতি জলাশয়কে কেন্দ্র করে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেবে সরকার। রাজ্যের সার্বিক বিকাশে সরকার যে সমস্ত কর্মসূচি নিয়েছে তার সুফল জোলাইবাড়ি ব্লকের মানুষও পাবেন। উল্লেখ্য, ১০ শয্যা বিশিষ্ট দেবদারু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জোলাইবাড়ি এলাকা একটি সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চল। এই অঞ্চলের কৃষির বিকাশ ও কৃষকের কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির সুযোগ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জোলাইবাড়ি ব্লক এলাকার সার্বিক বিকাশে সরকার বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে ৩৯৪ কোটি টাকার

প্রকল্প রূপায়ণ করছে। অটল জলধারা প্রকল্পে ২০২২ সালের মধ্যে ব্লকের প্রত্যেকের বাড়িতে বিনামূল্যে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হবে।গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক থেকে ব্যয় হবে ৭৮ কোটি ২০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। রাজ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠমো গড়ে তোলার উপরও সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। আয়ুমান ভারত প্রকল্পের সুবিধা যাতে মানুষ পেতে পারে তারজন্য স্বাস্থ্য দপ্তর প্রয়াস নিয়েছে। সৌভাগ্য যোজনায় জোলাইবাড়ি ব্লকে ১,৯৯০ জন সুবিধাভোগীর বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজীব পাটারী নামে এক সুবিধাভোগীর হাতে আয়ুমান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরপর দু'দিন বৃদ্ধির ফলে ফের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে গেল পেট্রল এবং ডিজেল

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। বেড়েই চলেছে পেট্রল এবং ডিজেলের মূল্য। পরপর দু'দিন বৃদ্ধির ফলে ফের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে পেট্রল এবং ডিজেল। শুক্রবার সকালেও দেশের বিভিন্ন শহরে পেট্রলের দাম গড়ে ২৬-৩৩ পয়সা বেড়েছে। ডিজেলের দাম বেড়েছে ২৯- ৩২ পয়সা। যার জেরে একাধিক শহরে পেট্রল-ডিজেলের মূল্য সর্বকালের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

রাজধানী দিল্লিতে এদিন পেট্রলের দাম লিটারপ্রতি ৩০ পয়সা বেড়ে হয়েছে ৮৬টাকা ৯৫ পয়সা। একইভাবে ডিজেলের দাম ৭৬ টাকা ৮৩ পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৭ টাকা ১৩ পয়সা। মুম্বইয়ে পেট্রলের দাম ২৯ পয়সা বেড়ে হয়েছে ৯৩ টাকা ৪৯ পয়সা। একইভাবে ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে লিটারপ্রতি ৮৩টাকা ৯৯ পয়সা। শহর কলকাতায় আজ রেকর্ড গড়ে ডিজেলের দাম হয়েছে ৮০ টাকা ৭১ পয়সা। পেট্রলের দাম হয়েছে ৮৮টাকা ৩০ পয়সা। দুটি মূল্যই গতকালের থেকে ২৯ পয়সা করে বেড়েছে। চেন্নাইয়ে আজ লিটারপ্রতি পেট্রলের দাম ৩৬ পয়সা করে বেড়ে হয়েছে ৮৯টাকা ৩৯ পয়সা। একইভাবে ডিজেলের দাম হয়েছে ৮২টাকা ৩৩ পয়সা।

আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্বেও দেশে পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধির কারণ, কেন্দ্রের চাপানো অতিরিক্ত সেস এবং অন্তঃশুল্ক। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির বসানো শুল্ক তো রয়েইছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে গতকাল দেশে পেট্রলের বেসিক মূল্য ছিল মাত্র ২৯ টাকা ৩৪ পয়সা। তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রের প্রায় ৩২ টাকা শুল্ক, রাজ্যের প্রায় ২০ টাকা ভ্যাট এবং বিক্রেতার কমিশন, সেস এসব মিলিয়ে মূল্য গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

মোটর শ্রমিকদের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আর্সেনিক এলবাম থার্টি বিতরণ করা হয় শুক্রবার। ছবি নিজস্ব।

দু'দিনের রাজ্য সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় নৌ পরিবহণ রাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুখ মান্দভিয়া

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। দুই দিনের ত্রিপুরা সফরে আসছেন নৌ পরিবহণ ও জাহাজ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাষ্ট্র মন্ত্রী মনসুখ মান্দভিয়া। শনিবার তিনি ত্রিপুরায় এসে সিপাহীজলা জেলায় সোনামুড়া মহকুমায় ভাসমান জেটি এবং স্থায়ী জেটি-র নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। বিজেপি সূত্রে খবর, আগামীকাল সকাল সাড়ে ৮ টায় বিমানবন্দরে নেমেই মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করবেন।

ওইদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার পর বিজেপি প্রদেশ মুখ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন এবং তারপর রাজ্য অতিথিশালায় শিল্পপতিদের সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন। সূত্রের দাবি, ওই বৈঠক সেড়ে তিনি সোজা সোনামুড়া চলে যাবেন এবং অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ বন্দর পরিদর্শন করবেন।

সূত্রের কথায়, ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি-র ওয়্যারহাউস-এ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার খোজ নেবেন। সেখানেই ত্রিপুরা সরকার, ল্যান্ড পোর্ট, ভারতীয় নৌ পরিবহন আধিকারিক-দের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। বিকেলে তিনি পুণরায় সংশ্লিষ্ট সমস্ত আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করবেন। রাজ্য অতিথিশালায় ভারতীয় জল পরিবহন আধিকারিক-রা বিভিন্ন কাজকর্মের বর্ণনা দেবেন।

প্রসঙ্গত, সোনামুড়া-দাউদকান্দি নৌ পরিবহনে গোমতি নদী দিয়ে পরীক্ষামূলক পণ্য আমদানি হয়েছেউ সম্ভবত, বাংলাদেশের সাথে নৌ পরিবহনে স্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরা সফরে আসছেন।

কংগ্রেসের দলীয় তহবিলে বার্ষিক চাঁদার নিরিখে গান্ধী পরিবারের থেকে এগিয়ে বিদ্রোহী নেতারা

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। কংগ্রেসের দলীয় তহবিলে মাত্র ৫৪ হাজার টাকা দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। তাঁর থেকেও কম টাকা দিয়েছেন তাঁর মা তথা কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে দলীয় তহবিলে তিনি দিয়েছেন মাত্র ৫০ হাজার টাকা। দলীয় তহবিলে বার্ষিক চাঁদার পরিমাণের নিরিখে গান্ধী পরিবারের থেকে এগিয়ে কংগ্রেসের বিদ্রোহী নেতারা।

কংগ্রেসের দলীয় তহবিলে ব্যক্তিগত অনুদানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছেন কংগ্রেসের বিরোধী শিবিরের অন্যতম মুখ কপিল সিব্বল । তিনি একাই দলীয় তহবিলে দিয়েছেন ৩ কোটি টাকা। বিদ্রোহী শিবিরের আরেক নেতা তথা প্রাক্তন অভিনেতা রাজ বব্বর দিয়েছে ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। বিদ্রোহী শিবিরেরই আরেক মুখ মিলিন্দ দেওরা দিয়েছেন ১ লক্ষ টাকা। অন্য বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে গুলাম নবি আজাদ শশী থারুর, আনন্দ শর্মারা দিয়েছেন ৫৪ হাজার টাকা করে। রাহুল গান্ধীও মাত্র ৫৪ হাজার টাকাই দিয়েছেন। সোনিয়া গান্ধী দিয়েছেন ৫০ হাজার। অধীর চৌধুরীও দিয়েছেন ৫৪ হাজার। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সদ্য কংগ্রেস ছাড়া জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াও কংগ্রেসের দলীয় তহবিলে ৫৪ হাজার টাকা দিয়েছিলেন ২০১৯-২০ সালে।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে মোট প্রাপ্ত চাঁদার পরিমাণ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। তাতে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের দলীয় তহবিলে ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে মোট ৩৫২ জন মিলে ১৪৬ কোটি টাকা দান করেছেন। সবচেয়ে বেশি টাকা দান করেছে ভারতী এয়ারটেলের সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থা। পরিমাণ ৩১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় স্থানে আইটিসি। তারা দিয়েছে ১৩ কোটি টাকা। আইটিসি ইনফোটেক দিয়েছে ৪ কোটি টাকা।

অনেকে বলছেন, কংগ্রেস দল যে চূড়ান্ত দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তার প্রমাণ এই অনুদানের মোট পরিমাণ। বিজেপি যেখানে বিভিন্ন শিল্পপতিদের কাছ থেকে শ'য়ে শ'য়ে কোটি টাকা ডোনেশেন পাচ্ছে, সেখানে কংগ্রেসের মোট অনুদানের পরিমাণ মাত্র ১৪৬ কোটি টাকা। এই অতি সামান্য মূলধন নিয়ে গোটা দেশের দল চালানো যে সহজ কাজ নয়, সেটা জানার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের নোটিশ মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলা বাশ বাজারের ছয়জন ব্যবসায়ীকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে জায়গা দখল মুক্ত করার নোটিশ পাঠানোকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা যায় আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে বটতলা বাশ বাজারের ব্যবসায়ীদেরকে দোসরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি পন্থ হাসপাতালে নতুন প্রসূতি কক্ষ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা মেডিক্যাল কলেজ ও জিবি পন্থ হাসপতালে আজ নতুন প্রসূতি কক্ষের উদ্বোধন হয়েছে। অবস্টেট্রি' ও গাইনোকোলোজি বিভাগের স্টাফ নার্স ও ইন-চার্জ লেবার রুম নিশা পাল এবং স্টাফ নার্স ও ইন-চার্জ লেবার রুম (ওটি) ঝটিকা চাকমা নতুন এই প্রসূতি কক্ষের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ চিন্ময় বিশ্বাস সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। স্বাস্থ্য দপ্তরের আইএমআর গ্র্যান্টের অর্থে প্রসূচি কক্ষটি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রসূতি কক্ষটি ভারত সরকারের এলএকিউএসএইচওয়াইএ (লক্ষ্য) নির্দেশিকা মেনে নির্মাণ করা হয়েছে।

অত্যাধুনিক এই প্রসূতি কক্ষে একটি ট্রায়াজ এবং রোগী পরীক্ষা কক্ষ, দুটি প্রসব কক্ষ, দুটি অপারেশন থিয়েটার, উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত প্রসূতি মহিলাদের জন্য একলাম্পসিয়া কক্ষ রয়েছে। এই অত্যাধুনিক প্রসূতি কক্ষ জিবি পন্থ হাসপাতালে প্রসূতি মায়েদের উন্নত চিকিৎসা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক নবতম সংযোজন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

অবশেষে রাজনীতিতেই ফিরলেন প্রদ্যুত কিশোর, গড়লেন রাজনৈতিক দল তিপ্রা

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ঘুরেফিরে রাজনীতিকেই বেছে নিলেন ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার বছর খানেকের মধ্যেই তিপ্রা সামাজিক সংগঠন থেকে রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে নিজেকে রাজনীতির ময়দানে ফেরালেন তিনি।

মাঝখানে কিছুটা সময় পরদার আড়ালে থেকে রাজনীতি করে গেছেন, তা ত্রিপুরার পাহাড়ি জনপদে কান পাতলে শোনা যায়। শুক্রবার প্রদ্যুত তিপ্রা-র রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশের সাথে এডিসি নির্বাচনের লক্ষ্যে বৃহত্তর মঞ্চ গঠনের ডাক দিয়েছেন। জনজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দল এক ছাদের তলায় আসুক, চাইছেন তিনি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, তিপ্রা এক সপ্তাহ অপেক্ষায় থাকবেউ জনজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলি একত্রিত হোক, তিপ্রা সেই লক্ষ্য স্থির করেছে। তাঁর কথায়, এডিসি নির্বাচনে লড়াইয়ের প্রশ্নে সমস্ত জনজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল একত্রিত হওয়া উচিত। তিপ্রা-র সাথে জোট বাঁধা খুবই জরুরি। সে মোতাবেক কিছুটা সময় তাদের জন্য অপেক্ষা করব। কেউ না আসলে তিপ্রা একাই এডিসি নির্বাচনের লড়াইয়ে নামবে, জোর গলায় বলেন তিনি।

এদিন তিনি জানান, দলীয় অভ্যন্তরীণ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে কোনও নির্দিষ্ট জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে না তিপ্রা। তবে, স্বশাসিত জেলা পরিষদের বৃহত্তর স্বার্থে সর্বোচ্চ দিয়ে সংগ্রাম করব আমরা, বলেন তিনি। প্রদ্যুতের দাবি, তিপ্রা ইতিমধ্যে আইপিএফটি, আইপিএফটি-তিপ্রাহা, আইএনপিটি, টিএসপি এবং টিপিএফ এবং অন্যান্যদের সাথে জোট গঠন নিয়ে আলোচনা করেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, কোনও জাতীয় রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান নেবে না তিপ্রা, জোরের সঙ্গে বলেন তিনি।

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১১৭ ▫ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২২ মাঘ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ভোটের বৈতরণী

স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষে সাধারণ নাগরিকরা কলুর বলদের মত পরিশ্রম করিলেও ইহার কোন মর্যাদা পাইতেছেন না। অথচ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইয়া নেতা-মন্ত্রীরা সর্ব সুখ ভোগ করিতে শুরু করিয়াছেন।নির্বাচনের আগে ভোটারদের গণদেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিলেও ভোটের বৈতরণী পার হইয়া গেলে ভোটারদের গা ঘেষেন না মন্ত্রী বাহাদুররা। রাজকীয় সুখ ভোগ করিবার জন্য তাহারা সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের এটাই সবচেয়ে বড় পরিতাপের বিষয়।কলুর বলদকে কেউ কখনও ক্ষিপ্ত হইয়া বাঁধন ছিঁড়িয়া তাণ্ডব বাধাইয়া দিতে দেখেনি। সে হয়তো নিজের কর্তব্যবোধ, শ্রমদান ও প্রভুদত্ত আহার্যের বরাদ্দে তৃপ্ত। তবে তাহার চোখ বাঁধা ঠুলি দু'টি খুলিয়া দিলে কী হইত বলা মুশকিল। পৃথিবীর অনেক পথ পাড়ি দিয়া, অনেক রক্ত-ঘাম ঝরাইয়া দিনের পর দিন, একই বৃত্তে কেউ তাহিকে ঘুরিতে বাধ্য করিয়াছে, এই সত্য জানামাত্র সে যে বিদ্রোহ করিত না, কে বলিতে পারে? তাই কলু কিছুতেই বলদের চোখের ঠুলি খুলিয়া দেওয়ার ঝুঁকি নিতে পারে না। ঠুলি কি আমাদেরও চোখে নাই? স্বাধীনতার পরে আমরা জেনেছি কত সরকারি পরিকল্পনার কথা। দশকের পর দশক সে সব নিয়া কত হইচই। তার কল্যাণে বিত্তে-বৈভবে স্ফীতও হইয়াছেন অনেকে। কিন্তু, সমাজব্যবস্থার তাহাতে কতটুকু বদল ঘটিয়াছে? মানুষের হৃদয়ের দারিদ্র ঘুচিয়াছে কতটুকু, সে গোপন গভীর সংবাদটি নিয়াছে কেউ? সামাজিক ন্যায়ের মঙ্গলহস্ত কি সবার জন্য সমান দরদে প্রসারিত?এই প্রশ্ন যখন কাহিরও মনকে বিদ্ধ করে, সে আর স্থির থাকিতে পারে না। ছুটিয়া বের হইয়া আসে ঘর থেকে। দুইশত বছর ধরিয়া সংহিতার নির্দেশ মানিয়া ভারতের সমাজের মন গড়িয়া উঠিয়াছিল, ব্রিটিশ আইন ও শাসন সে ধারণায় একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। অন্ত্যজদের মধ্যে জাগ্রত হয় গণতান্ত্রিক চেতনা ও সমানাধিকারের দাবি। দেশ ভাগ হওয়ার মুহূর্তে তাঁহারাও ভাবিয়াছিলেন অস্পৃশ্য তথা শূদ্রদের স্বতন্ত্র ভূমি চাইয়া নেবেন, শেষ পর্যন্ত সে দাবি থেকে আসিয়া সকলের সঙ্গে মিলিয়া নতুন ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখেন। সদ্য-স্বাধীন দেশে জাতীয় নেতৃবৃন্দও মধ্যযুগীয় মনুবাদে ফিরিয়া না গিয়া গণতন্ত্রের আধুনিক পন্থায় সকলের সমানাধিকার ও বঞ্চিতদের জন্য রক্ষাকবচের প্রতিশ্রুতি দিয়া নতুন সংবিধান রচনা করেন। তাঁহারা হয়তো ভাবিয়াছিলেন এই প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। কেউ কেউ যে অন্য রকমও ভাবিয়াছিলেন, বাবাসাহেব অম্বেদকরের ভাষ্যই তাহার দৃষ্টান্ত।কী অসম্ভব কথা! মেথর কখনও কাহিরও বন্ধু হয়? সে তো অস্পৃশ্য, সমাজ থেকে বহিষ্কৃত। তাহার নিরলস শ্রমটুকুই শুধু আমরা চাই, তাহাকে তো চাই না। আমাদের বদ্ধ ঘরে ও জীবনে কোনও অস্পৃশ্যের ঠাঁই নাই। এই যে অস্পৃশ্যতার বোধ ও অনুভব, এটাও আমরা আমাদের সমাজ থেকে পাইয়াছি। আমরা যে বদ্ধ সমাজের বাসিন্দা আগে তা উপলব্ধি করিতে হইবে, তবেই জাগিবে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সাম্যের অনুকূলে তৈরি করিতে হইবে নিজের মনকে। জনগণকে ভাল না বাসিয়া গণতন্ত্রকে ভালবাসা যায় না। মনুতন্ত্র যাহাদের অধিকার কাড়িয়া নিয়া অবমানব করে রাখিয়াছিল, গণতন্ত্রের কাজ সর্বাগ্রে তাহিদের অধিকার ও মর্যাদা ফিরাইয়া দেওয়া। তাহ করিতে গেলেই প্রাচীন শোষকরা আসরে নামিয়া পড়ে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ওঠেন। আর তখন, নিকষ অন্ধকারে, ক্ষীণ আশার আলো হইয়া জাগিয়া থাকে ওই চিৎকার: ইয়ে ক্যা জ্বল রহা হ্যায়'! ক্ষমাহীন অপরাধে লিপ্ত শক্তিধর রাষ্ট্রযন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এক সাহসিনী যেন সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি হইয়া জবাব চায়: বলো, কাহাকে জ্বালাইয়া দিয়াছ তোমরা? এই প্রতিবাদী আর্তি যদি এক সহ-নাগরিকের জন্য আর এক সহ-নাগরিকের কণ্ঠে ধ্বনিত না হইত, বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে, ভারতের বিবেক ও চৈতন্যের মৃত্যু হইয়াছে। মিথ্যা স্বপ্নে কলুর বলদেরা হয়তো আরও অনেক কাল ঘুরিতে থাকিবে, আমাদের কাজ হোক তাহাদের চোখের আবরণ ও গলার বাঁধনটি খুলিয়া দেওয়া। বাঁধন খুলিয়া দিতে নাা পারিলে সত্যিকারের স্বাধীনতার সখ ভোগ করিতে পারিবেন না দেশবাসী।

ধূপগুড়িতে লরির ধাক্কায় মৃত ব্যক্তি

ধূপগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শিলিগুড়ির ধূপগুড়ি সংলগ্ন ব্রীজ এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম গণেশ রায়। তিনি ধূপগুড়ি ২ নম্বর ওয়ার্ডের রায় পাড়া এলাকার বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন দুপুরে ওই ব্যক্তি রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুত গতিতে আসা একটি লরি ওভারটেক করতে গিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। চালক সহ ঘাতক লরিটিকে ধূপগুড়ি চৌপথি মোড়ে আটক করেন ট্রাফিক কর্মীরা। জানা গিয়েছে, ঘাতক লরিটি হরিয়ানার। এদিন মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এদিকে ঘটনাস্থলে একটি ট্রাফিক আইল্যান্ড স্থাপনের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ঘটনার তদন্ত করছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনা আক্রান্ত ২০৬ জন

কলকাতা,৪ ফেব্রুয়ারি (হি স): গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ২০৬ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২০৬ জন। জন। যার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৭০,৭৮৭ জন। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১০,১৯৯। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ৩০১ ফলে। ফলে বর্তমানে সুস্থ হয়ে মোট বাড়ি ফিরেছেন ৫,৫৫,৪৯১ জন। যার জেরে রাজ্যে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়াল ৯৭.৩২ শতাংশ।

ভুল মানচিত্র নিয়ে সরব ভারত, অবস্থান বদল করল "হু"

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতের বিতর্কিত মানচিত্র ইস্যুতে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। গত সপ্তাহ কয়েক আগে হু-রওয়েবসাইটে ভারতের ভুল মানচিত্র পোস্ট করা হয়। এ নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। সেই মানচিত্রের নিয়ে হু-এর কাছে নালিশ করল ভারত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক জানিয়েছে, ওই মানচিত্রটি নিয়ে ওয়েবসাইটে ডিসক্লেমার দেবে হু। জানিয়ে দেবে, মানচিত্রে উল্লেখিত সীমান্তর সঙ্গে সহমত নয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরন জানিয়েছেন, ওয়েবসাইটে দেশের 'ভুল' মানচিত্র প্রকাশ করার বিষয় সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত। কেন্দ্রের তরফে চিঠিও দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও জানিয়েছে, প্রতিবাদ জানানোর পরই জেনেভার ইন্ডিয়া পার্মানেন্ট মিশনকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে ওয়েবসাইটে একটি ডিসক্লেমার দেবে তারা।

এ বিষয়ে ভি মুরলীধরন আরও জানিয়েছেন, মানচিত্রে প্রকাশিত কোনও দেশের সীমান্ত হু-র নিজস্ব মতামত নয়। সেখানে কোনও দেশের যে সীমান্ত দেখান হয়েছে তা আইনিভাবে স্বীকৃত নাও হতে পারে। ডিসক্লেমারে এই মত তুলে ধরবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

উল্লেখ্য, কোন দেশের করোনা পরিস্থিতি কীরকম, তা দেখাতে মানচিত্র ব্যবহার করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তাদের ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত ভারতের দুটি মানচিত্রে এই 'ভুল' ধরা পড়ে। মানচিত্রে ভারতকে গাঢ় নীল রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে জম্মু , কাশ্মীর এবং লাদাখকে ধূসর রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মানচিত্রে ওই অংশকে কার্যত ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। -হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

ভারত-ইজরায়েল সম্পর্কে পাকিস্তান কেন চিন্তিত

আর কে সিনহা

লোকসভায় যেদিন কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছে সেই দিন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফোনালাপ সাধারণ বিষয় নয়। দিল্লিতে গত ২৯ জানুয়ারি ইজরায়েলি দূতাবাসের কাছে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেঞ্জামিনকে আশ্বস্ত করেছেন, ভারতের কাছে ইজরায়েলের কূটনীতিকদের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী মোদী আশ্বস্ত করেছেন, অপরাধীদের খুঁজতে এবং শাস্তি দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই মামলার তদন্তভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে তুলে দিয়েছে ভারত সরকার। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ২০১২ সালে রাজধানীতে ইজরায়েলি দূতাবাসের বাইরে একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল, এবার একই রাস্তায় ইজরায়েলি দূতাবাসের কাছে আইইডি বিস্ফোরণ হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয়, কোনও হতাহত হয়নি। এই বিস্ফোরণের পরে সমস্ত সুরক্ষা এজেন্সি উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে, কারণ এই বিস্ফোরণ আরও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে। ভুলে যাবেন না, ইজরায়েলি দূতাবাস এবং ইহুদি ধর্মীয় স্থানগুলি দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী পুতুলের লক্ষ্যে রয়েছে। ১৯৭২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর এরাই জার্মানির মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে রক্ত ঝড়িয়েছিল। তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি অলিম্পিক গেমস ভিলেজ ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার শিকার হবে। গোটা ঘটনাটি ঘটেছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের সামনে। সেই কথা মনে করলে এখনও চোখে জল চলে আসে।

ভারতের প্রিয় বন্ধু ইজরায়েল

ইজরায়েল ভারতের অন্যতম প্রায় বন্ধু এবং সবসময় সংকটের সময় ভারতের পাশেই ছিল। ইজরায়েলি দূতাবাস, তাঁদের কূটনীতিক, ইহুদি নাগরিক এবং ইহুদিদের মন্দিরগুলি নিরাপদে থাকবে, এটা নিশ্চিত করা এখন ভারতের দায়িত্ব। যারা তাদের নিশানা করবে তাদের নাস্তানাবুদ করা উচিত। আসলে রাজধানীতে ইজরায়েলি দূতাবাসের কাছে এখনও পর্যন্ত যে দু''টি বিস্ফোরণ হয়েছে, সেখান থেকে খুব কাছেই ইহুদিদের উপাসনালয় (ধর্মীয় স্থান)। এটি লুটিয়েনস দিল্লির হুমায়ুন রোডে অবস্থিত। মোটামুটি অনুমান অনুসারে দিল্লিতে প্রায় এক হাজার ইহুদি বাস করেন। কিছু ইহুদি জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সিতেও কাজ করেন। হুমায়ুন রোডের উপাসনালয় গত মার্চ মাস থেকে করোনার কারণে ভক্তদের জন্য বন্ধ ছিল। রেবিব (মন্দিরের পুরোহিতের সমতুল্য), যিনি এখানে হিন্দি, মারাঠি, ইংরেজি, হিব্রু ভাষায় কথা বলেন, তিনি বলেছিলেন যে অনেক বিদেশী ইহুদি এখানে আসেন। এখানকার সুরক্ষা বেশ ভালই, তবে এটি আরও জোরদার করা যেতে পারে। এই উপাসনালয়টি অত্যন্ত বিশেষ। উপাসনালয়ের একটি অংশে ইহুদিদের কবরস্থানও রয়েছে। চিরনিদ্রায় রয়েছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাত্তরের এক নায়কও। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মহানদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব। তিনি ইহুদি ছিলেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জ্যাকবের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, যিনি পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) অভ্যন্তরে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর ভয়ানক আক্রমণ হেনেছিলেন, তা অনুপ্রেরণাজনক। তাঁর আক্রমণ

দক্ষতার ফলস্বরূপ, অস্ত্র-সহ নব্বই হাজারেরও বেশি পাকিস্তানি সেনা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, যা আজ অবধি বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক আত্মসমর্পণ। বলা হয়ে থাকে যে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে জেনারেল জ্যাকবের পরিকল্পনা ও যুদ্ধ কৌশল বাস্তবায়ন না করা হলে বাংলাদেশ সহজেই স্বাধীনতা পেত না। তিনি দেশটির ইহুদি সম্প্রদায়ের সম্মানিত সদস্যও ছিলেন।

বিস্ফোরণে কী ইমরানের হাত?

বিবেচনা করুন, রাজধানীতে যখন কৃষকদের আন্দোলন চলছে, তখন ইজরায়েলি দূতাবাসের কাছে বিস্ফোরণকে খুব গুরুতর বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান কোনও দাবি ছাড়াই এই কৃষকদের সহায়তা করছেন। তাঁর সরকারের আরও কয়েকজন মন্ত্রীও বলছেন যে তারা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছেন। এই পটভূমিতে, আপনি কি ভাবেন না যে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের পিছনে পাকিস্তানের হাত রয়েছে? পাকিস্তান বরাবরই ভারত-ইজরায়েল সম্পর্কের কারণে চিন্তিত। এজন্য হয়তো পাকিস্তানই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে? তাঁদের উদ্দেশ্য ভারত-ইজরায়েল সম্পর্কে নষ্ট করা!

ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, ইজরায়েল ভারতের অত্যন্ত প্রিয় ও কঠিন সময়ের বন্ধু। ভারত যখন কঠিন সমস্যায় পড়েছিল তখন ইজরায়েল ভারতকে সহায়তা করেছিল। ইজরায়েল ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় ভারতকে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তা করেছিল। এই যুদ্ধগুলিতে ইজরায়েল গোপন তথ্য দিয়ে ভারতকে অনেক সহায়তা করেছিল। ধারণা করা হয় যে, ভারতীয় গোয়েন্দা আধিকারিকরা তখন সাইপ্রাস বা তুরস্ক হয়ে ইজরায়েল গিয়েছিলেন। এমনকি তাঁদের পাসপোর্টে স্ট্যাম্পও লাগত না। তাঁদের কেবল একটি কাগজ দেওয়া হয়েছিল, যা ইজরায়েলে আসার প্রমাণ ছিল। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে ইজরায়েলের সহায়তার পর থেকে ভারত এবং ইজরায়েল আরও কাছাকাছি এসেছিল। ইজরায়েল তখন ভারতকে এরিয়াল ড্রোন, লেজার গাইডেড বোমা, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য অস্ত্র সরবরাহ করেছিল।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

জ্যোতিবসু সরকারের মরিচঝাঁপির হত্যাকাণ্ড ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ চাইতে ও নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডে

শ্রী দুলাল ঘোষ

স্বাধীন ভারতের বুকে পশ্চিমবঙ্গের বুকে জ্যোতি বসু সরকারের আমলে ১৯৭৯ সালের ২৮ শে জানুয়ারি থেকে ৩১ শে জানুয়ারি পর্যন্ত কয়েক দিন ধরে পূর্ব বঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু বাঙালিদের যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তা ইংরেজ আমলের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডকেও হার মানিয়েছে। কয়েকজন ক্ষমতালোভী হিন্দু সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের কারণে নেতাজিকে দেশান্তরী করে ভারতবর্ষটাকে ধর্মের জিগির তুলে ভাগ করে নেয়। যদিও দেশভাগের জন্য জিন্নাকেই দায়ী করা হয়। জিন্নার একার ক্ষমতা ছিল না দেশভাগ করার। আসলে ইংরেজরা বাঙালির বংশধর নেতাজির ভয়ে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়ে ছিলেন। কংগ্রেস, কমিউনিস্টরা ইংরেজদের দালালি করে নেতাজি যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ইংরেজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষাণা করে তখন লালেরা নেতাজিকে তেজোর কুকুর বলে সভা সমিতি করে মাঠ কাঁপিয়ে তুললেন। অপরদদিকে নেহেরু সহ গান্ধীবাদী নেতারাও নেতাজির বিরুদ্ধে চারণ করলেন। নেহেরু ঘোষণা করলেন নেতাজি আমার সামনে পড়লে আমিই তাকে তারবারি দিয়ে আঘাত করব। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস যে সত্যিকারের দেশকে ভালবেসে নিজে কত দুঃসাহস করে ইংরেজদের চোখে ধূলো দিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে মণিপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েও মুখোসধারী নেতাদের কারণে ব্যর্থ মনোরমে নিরুদেশ হলেন। আর প্রকৃত দেশ প্রেমিক হলেন যুদ্ধ অপরাধী। আবার লালেরাই যখন পাকিস্তান দিতে হবে মুসলীম লীগদের পূর্ব পাকিস্তানের সাথে কলকাতা জুড়ে দিতে হবে। যখন দেশভাগ হল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কল্যাণে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হয়। আর তখন লালেরা শ্লোগানতুলে এই আজাদি ঝুটা হ্যায়। আর শ্যামাপ্রসাদ হয়ে গেলেন সেকুল্যারিজম। ফজলুল হক নেতাজির ভাই শরৎচন্দ্র বসু যখন দেখলেন দেশভাগ হবেই তখন তারা বঙ্গদেশের দাবি তুলে ছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের পরিকল্পনা ভেঙ্গে দিল তৎকালীন ইংরেজ নেতারা ও ভারতীয় ক্ষমতা লোভী নেতারা। সেই দলে কংগ্রেস কমিউনিস্ট হিন্দু মহাসভা সবাই ছিলেন। যাইহোক বাঙালি ও পাঞ্জালীদের দুর্ভাগ্য দেশভাগ হলে। পাঞ্জাবীদের জন্য তৎকালীন নেহেরু সরকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালিদের জন্য কিছুই করেনি। একটাই অপরাধ বাঙালি হল নেতাজির বংশধর। আর বাঙালির কারণেই ইংরেজ এদেশ ছাড়ল। আর ইংরেজরা নেহেরুর হাতে রাজ নৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে বাঙালিদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন আর তাদের সহ সঙ্গী ছিলেন কমিউনিস্টরা। আর তাই দেশভাগের পর শত শত বৎসরের ভিটেমাটি তথা সোনার বাংলা ছেড়ে

পূর্ব পাকিস্তান মুসলীমদের জন্য হলে হিন্দু বাঙালিরা প্রাণভয়ে ইজ্জতের ভয়ে, আক্রান্ত হয়ে স্বাধীন ভারতে আসতে থাকে লাখে লাখে হিন্দু বাঙালিরা। যাদের ৯০ শতাংশ মানুষই ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই জমি বাড়ি ফেলে মানুষ গুলি উদ্বাস্তু। যাদের ছিলনা সঙ্গে খাবার ছিল না অর্থ। এই অসহায় মানুষগুলির বাগ্যে জুটেনি ঠিক করে সরকারি সাহায্য। কিছু কিছু শারণার্থী ক্যাম্পে ৫/৭ জনের পরিবারের ৭৮ টাকা সাহায্য হেয় এক মাসের জন্য ক্যাম্পেগুলি এমন সব জায়গায় ছিল যেখানে জল পর্যন্ত ঠিক করে পাওয়া যেতনা। এ রকমও অনেক দিন গেছে এক গ্লাস জল সংগ্রহ করে খেতে গিয়ে নিজেরা এক গ্লাস জল সংগ্রহ করে খেতে গিয়ে নিজেরা লড়াই করে ৫/৭ জন মারা গেছে। অনেক ক্যাম্পে শিশুরা মায়ের দুধ না পেয়ে খাবার না পেয়ে মারা গেছে। এভাবে প্রতিদিন শত শত লোক মারা গেছে বিভিন্ন ক্যাম্পে। প্রায়েই গাড়ি ভর্তি করে লাশ গুলিকে নিজন জঙ্গলে ফেলে আসত। এই ভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালিদের ভাগ্যে ঘটতে থাকল নিয়তির খেলা। শেষে নেহরু সরকার পুনর্বাসনের নামে দণ্ডকারণ্য উড়িষ্যার গবীর জঙ্গলে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জঙ্গলে নির্বাসন দিতে থাকলে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই সকল জায়গায় বনের পশুদেরও খাবার জুটে না। তাই দণ্ডকারণ্যে যখন পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের ফেলে আসলো তাদেরকে প্রকাশ্যে বাঘ ভাল্লুকে খেয়ে ফেলত। অপরদিকে পূর্ববঙ্গের মানুষেরা যখন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু হয় তখন যেখানকার মানুষদের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু করলে প্রাণের ভয়ে ভারতে আসতে থাকে। আর লালেরা এই সকল মানুষদের নিয়ে রাজনীতি শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা। বামেরা উদ্বাস্তু বাঙালিদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন করে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উদ্বাস্তু বাঙালিদের নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে। শেষ পর্যন্ত জরুরি অবস্থার কারণে ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় আসে পশ্চিমবঙ্গে বামেরা। কারণ এর বামেরা ক্ষমতায় আসার আগে পুর্ব পাকিস্তানের আক্রান্ত বাঙালিরা ভারতে আসার পর যখন গভীর জঙ্গলের নির্বাসনে যেতে রাজী না হলে সরকার নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হত। তাদের এমন খাবার দিত পশুরাও এই খাবার খেত না। যাই হোক বামেরা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দণ্ডকারণ্যের বাঙালিদের মরিচঝাঁপি দ্বীপে তাদের পুনর্বাসনের জন্য বামপন্থী নেতা সতীশ মণ্ডলরা তাদের আহ্বান জানায় তাদের বাংলায় আসার জন্য। শেষ পর্যন্ত রাম চ্যাটার্জী ও সতীশ মণ্ডলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দণ্ডকারণ্যের ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত মানুষ গুলি জ্যোতি বসু সরকারের সাহায্য ছাড়াই সুন্দরবনের দণ্ডকারণ্যে গিয়ে হাজার হাজার উদ্বাস্তু বাঙালিরা নতুন বাসস্থানের খোঁজ বাংলার বুকে আশ্রয় নেয় ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেরা কঠোর পরিশ্রম করে জলের ব্যবস্থা করে মাছ চাষের ব্যবস্থা করে ও বিভিন্ন ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করে। কয়েক মাসের মধ্যেই উদ্বাস্তু বাঙালিরা মরীচঝাঁপি দ্বীপটিকে বসবাসের উপযোগী করে হাজার হাজার মানুষ। অল্পদিনের ব্যবধানেই তারা সেই দ্বীপে বাজার রাস্তাঘাট, ধানের জমি, পুকুর, ইত্যাদি ব্যবস্থা করে এই এলাকার নামে দেয়, নেতাজি নগর। জ্যোতিবসুর সরকার দেখল এই উদ্বাস্তু বাঙালিরা এই কয়েক মাসের মধ্যেই কোন সরকারি সাহায্য ছাড়া, পার্টির সাহায্য ছাড়া অতি সুপরিকল্পিত বাসস্থান গড়ে তোলয়ে দেখল তাদের নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না। তাই জ্যোতিবসু সরকার ভাবল তাদের দেখে আরো উদ্বাস্তু আসতে পারে সেই মোতাবেক মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের তাড়াতে হবে। তাড়াবার জন্য অজুহাত খোঁজা হল যে মরিচঝাঁপিতে বর্হিদেশের লোকেরা এখানে আশ্রয় নিয়ে দেশবিরোধী কাজ করছে সর্বত্র প্রচার চালাতে থাকে। অথচ এই বামেরাই তাদের আনল এখন আবার তাদের উৎখাত করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রথমে মরিচঝাঁপিতে যাওয়া নৌকা, লঞ্চ বন্দ করে দিল হত্যাকাণ্ড ঘটনার ১৫ দিন আগে থেকেই। হাজার হাজার মানুষ খাবার না পেয়ে স্বাধীন ভারতের বুকে বামেদের রাজত্বে যারা ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাদের আনে আজ তারা খাবার না পেয়ে ঘাস লতাপাতা নোনা জল খেয়ে ভাঁচার চে,টা করেও বাঁচতে পারছিল না। এমতাবস্থায় ক্ষুধার্ত মানুষগুলি পার্শ্ববর্তী কুমির বাড়ি দ্বীপে খাবারের সন্দানে ১৫/২০ জনের নারী পুরুষের দল যেতে চাইলে তাদের গুলি করে মারা হয়। তারপর এখনকার উদ্বাস্তুরা যে জল বাঁধ দিয়ে খেত সেখানেও জ্যোতিবসুর পুলিশেরা বিষাক্ত বিষ ঢেলে দিয়ে আসে। সকাল বেলা কয়েকটি শিশু হাত মুখ ধুতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি শিশু মারা গেল। তাদের বাঁচাতে বড়রা নামলে তারাও মারা যায়। এমতাবস্থায় যখন দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু বাঙালিদের উৎখাত করার জন্য জ্যোতিবসুর সরকার নানাবিধ পরিকল্পনা নেয়। দ্বীপে যাওয়ার আগে পাশ্ববর্তী এলাকার মানুষগুলিকে সতর্ত করে দিল তাদের আশ্রয় না দেওয়ার জন্য। দীর্ঘ কয়েকমাস তাদের উপর ক্রামগত আক্রমণ করেও যখন কয়েক হাজার উদ্বাস্তু লতা পাতা খেয়ে বেঁচে রইলো তাদের মারার জন্য ১৯৭৯ সালের ৬ ই মে শত শত লঞ্চ সামরিক অস্ত্র দিয়ে চব্বিশ পরগণার কুখ্যাত পুলিশ অফিসার তাদের নেতৃত্বে রাত্রে যখন ক্ষুধার্ত মানুষ গুলি ঘুমাইতে ছিল তখন নির্বিচারে শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতি গুলিতে বিদ্ধ হতে হল। আগুনে জ্বলতে লাগল দ্বীপটি। আর্ত মানুষের চিৎকারের দ্বীপের পসু পাখীও লজ্জায় কাঁদতে লাগল। এই ঘটনা টানা তিন দিন ধরে চলল। শত শত নাশ লঞ্চ ভরে নিয়ে গেল। হাজার হাজার নিরীহ মানুষের আর্তনাদে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলেও বামপন্থী কমরেড জ্যোতি বসুরা যে ঘৃণ্য অপরাধ করেছে তাও আবার একজন বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নিরীহ উদ্বাস্তু বাঙালিদের হত্যা করতে পারে যা ইংরেজ আমলেও এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হয়নি। যা আমরা দেখেছি বিজন সেতুতে আনন্দমার্গের ১৭ জন সন্ন্যাসীদের মিথ্যা অপবাদ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। যা কমিউনিস্ট দেশেও হাজার হাজার ছাত্রকেও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে দেখি। যা দেখেছি ত্রিপুরার বুকেও আমলে এমন ধরনের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড একমাত্র বোধ হয় কমিউনিস্টশাসকরাই করতে পারে। নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালিদের এইভাবে নির্মমভাবে হত্যা করে প্রমাণ করে দিল জ্যোতি বসু সরকার উদ্বাস্তু বাঙালিদের জায়গা পশ্চিমবঙ্গে নেই। তারা ত্রিপুরাতেও বাঙালি খেদা আন্দোলনের নেপথ্যে গণহত্যা করে। আর এর ফল স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ অবাঙালিদের আতুড় ঘর বানিয়ে বাঙালিদের নানাভোবে উৎখাত করে। যার ফল বাঙালিরা আজও ভুগছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কোহিমাতে ২১তম টিসিসি এবং এনইআরপিসি এর বৈঠকে যোগ দেন ত্রিপুরা উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

অতি তৎপর প্রশাসন, গাজিপুর সীমানায় আটকে দেওয়া হল বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এমনটাই প্রত্যাশা ছিল, আর তাই হল। দিল্লি-উত্তর প্রদেশ লাগোয়া গাজিপুর সীমানায় আটকে দেওয়া হল ১০টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের ১৫ জন সাংসদকে। এই ১৫ জন সাংসদের মধ্যে ছিলেন তৃণমূলের সাংসদ সৌগত রায়, এনসিপি-র সুপ্রিয়া সুলে, ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি এবং শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদল-সহ বিরোধী দলের একাধিক নেতা। বৃহস্পতিবার সকালে আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে দেখা করতে গাজিপুর সীমানায় যান ১৫ জন সাংসদ। কিন্তু, পুলিশ-প্রশাসন তাঁদের আটকে দেয়। পাশাপাশি বিরোধী সাংসদদের দল গাজিপুর পৌঁছনোর আগেই গাজিপুর সীমানায় ব্যারিকেডের কাছে মাটিতে পোঁতা পেরেক তুলে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন ভিডিও এবং ছবিতে দেখা যাচ্ছে গাজিপুর থেকে পেরেক তুলে নেওয়া হয়েছে। আসলে এমনটা নয়। গাজিপুর সীমানার বেশ কিছু আগেই আটকানো হয় সৌগত, সুপ্রিয়া, হরসিমরতদের। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ দেখা করতে না দেওয়া ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হরসিমরত। তিনি বলেন, "কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি, যাতে সংসদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু স্পিকার বিষয়টি উত্থাপন করতে দিচ্ছেন না আমাদের। তাই আমরা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এসেছি।" সুপ্রিয়া সুলে বলেন, "আমরা সকলে কৃষকদের সমর্থন করছি, সরকারের কাছে অনুরোধ করছি কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান করা হোক।" কৃষকদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি না পেয়ে ফিরে আসেন সকলে। কৃষক আন্দোলন নিয়ে ক্রমশ বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই উত্তাল সংসদ। অচলাবস্থা কবে কাটবে তা নিয়ে কোনও দিশা নেই। কৃষক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বেশ কয়েক রাউন্ড বৈঠক হয়েছে, তাও কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। বিগত দু'মাসের বেশি সময় ধরে দিল্লি লাগোয়া সিংঘু, টিকরি এবং গাজিপুর সীমানায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা।

এবার থেকে ফোনের অ্যাপে ক্লিক করলেই ট্রেনের যাবতীয় তথ্য হাতের মুঠোয়

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : এবার থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে স্মার্ট ফোনে অ্যাপে ক্লিক করলেই ট্রেনের যাবতীয় তথ্য হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন যাত্রীরা। লোকাল ট্রেনের সময়, প্ল্যাটফর্ম নম্বর, গ্যালপিং কি না এ সব জানতে আর হাপিত্যেশ করতে হবে না।

রেলকর্তাদের দাবি, পূর্ব রেলের চারটি ডিভিশনের মধ্যে একমাত্র শিয়ালদহে এই অ্যাপ কার্যকর হয়েছে। সূত্রের দাবি, এখনও পর্যন্ত ১২১টি রেকে জিপিআরএস ডিভাইস লাগানো হয়েছে। যার মাধ্যমে লোকালের যাবতীয় নাড়ি-নক্ষত্র জানা সহজ হয়ে গিয়েছে। আগামিদিনে শিয়ালদহ থেকে ছাড়া দূরপাল্লার ট্রেনেও এই ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে বলে আশাবাদী রেলকর্তারা।

'শিয়ালদহ সাবার্বান ট্র্যাকিং সিস্টেম' (এসএসটিএস) গুগল স্টোরে গিয়ে এই শব্দবন্ধ টাইপ করলেই দেশের ব্যস্ততম স্টেশনের লোকাল ট্রেনের যাবতীয় তথ্য উঠে আসবে মুঠো ফোনে। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন সম্প্রতি এই অনন্য নজির গড়েছে। প্রাক-করোনা পর্বে দিনে প্রায় ২০ থেকে ২২ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতেন শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে। যা গোটা দেশে রেকর্ড। এখন যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই এই অত্যাধুনিক অ্যাপ তৈরি করল শিয়ালদহ ডিভিশন।

কল্যাণী লোকাল ধরতে গিয়ে আগে স্টেশনে পৌঁছে হুড়োহুড়ির মধ্যে ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতে হত। এই নয়া অ্যাপে আগে থেকে ক্লিক করলে কল্যাণী লোকালের টাইম, কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে, ট্রেনটি গন্তব্যে পৌঁছনোর সম্ভাব্য সময় জানিয়ে দেবে এই অ্যাপ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে লোকালের 'রিয়েল টাইম আপডেট' হাতে হাতে পাবেন যাত্রীরা। অর্থাৎ শিয়ালদহ থেকে ছেড়ে কোন সময়ে কোন স্টেশন পৌঁছবে, সবটাই দেখা যাবে মোবাইলের স্ক্রিনে।

সূত্রের খবর, ৩ সেকেন্ড অন্তর 'আপডেট' আসবে অ্যাপে। ফুটে উঠবে শিয়ালদহ ছেড়ে যাওয়া কিংবা এই স্টেশনের দিকে আসা লোকালের গতিবিধি সংক্রান্ত চিত্র। এমনকী সংশ্লিষ্ট ট্রেনটি কত বগির, গ্যালপিং কি না, তাও জানা যাবে।শিয়ালদহ শাখায় মোট তিনটি লাইন রয়েছে। নর্থ, সাউথ এবং মেইন লাইন। প্রাক-করোনা পর্বে সব মিলিয়ে মোট ৯১৩টি লোকাল চলত। বর্তমানে করোনা আবহে ১০০ শতাংশ লোকাল না চললেও, ৯০ শতাংশের বেশি ট্রেন চলছে। সেই সূত্রে এই বিরাট সংখ্যক ট্রেনের যাবতীয় সুলুক সন্ধানে শিয়ালদহ ডিভিশনের অফিসারদের তৈরি এই বিশেষ প্রযুক্তি নয়া দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২১ হবে জুলাই মাসে

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২১ আগামী জুলাই মাসে আয়োজিত হবে। বৃহস্পতিবার পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের তরফে একথা জানানো হয়। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে এবং সভাপতি ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এদিন প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, অতিমারির কারণে, ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা ২০২১ তার নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। মেলার সময় পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আশা করা যায়, খুব দ্রুত আমরা অতিমারির সংকট কাটিয়ে উঠতে পারব। আগামী আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ফোকাল থিম কান্ট্রি বাংলাদেশ। ২০২১ সাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ। একইসঙ্গে ২০২১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ৫০ বছর। তাই আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২১ উৎসর্গ করা হবে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার নামে।একইসঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু-র ১২৫তম জন্ম বর্ষ ও সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষও পালিত হবে আগামী আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায়। গত ২০২০ সাল বিষাদময় বছর। অনেক সাহিত্যিক তথা গুণিজন যেমন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, আনিসুজ্জামান, দেবেশ রায়, নিমাই ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, স্বপন মজুমদার প্রমুখ আরও অনেকে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আগামী আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাব সেইসব বিশিষ্টজনেদের স্মৃতির প্রতি। রাজ্যে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন, আই.সি.এস.সি, সি.বি.এস.সি বোর্ডের পরীক্ষা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সূচির কারণে ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২১ আগামী জুলাই মাসে আয়োজিত হবে। স্থান সেন্ট্রাল পার্ক, সল্টলেক। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনেই মেলা আয়োজন করা হবে। আমরা আশা করি, ততদিনে আন্তর্জাতিক উড়ান চলাচল শুরু হবে এবং অন্যান্যবারের মতোই এবারেও বইমেলায় বিভিন্ন দেশের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আমরা পাব। ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রকাশক, পুস্তকবিক্রেতা, লিটল ম্যাগাজিন ও অন্যান্য সব আবেদনপত্র গিল্ড অফিসে জমা নেওয়া শুরু হবে আগামী ১ মার্চ ২০২১ থেকে।

করিমগঞ্জের দুটি আদালত স্থানান্তর প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবিতে জেলাশাসকে স্মারকপত্র উকিল সংস্থার

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকা চাঁদশ্রীকোণায় জেলার আদালত সমূহ স্থানান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে দুই বার সংস্থা সরব হয়ে উঠেছে। মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত এবং জেলা ও দায়রা জজের আদালত শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানান্তর প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবিতে স্মারকপত্র প্রদান করেছে জেলার দুটি বার সংস্থা। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেট বার এবং ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা মঙ্গলবার যৌথভাবে জেলাশাসক আনবামুথান এমপির হাতে স্মারকপত্রটি তুলে দেন।

গত মাসের ২৫ এবং ২৭ তারিখ জেলার এই দুই বার সংস্থা আদালত স্থানান্তর প্রক্রিয়ার বিষয় নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে নাগরিক সভার আয়োজন করেছিল। ওই নাগরিক সভাগুলোতে জেলার সচেতন নাগরিকরা আদালত স্থানান্তরের তীব্র বিরোধিতা করে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন। দুটি নাগরিক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মঙ্গলবার দুই বার অ্যাসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে আদালত স্থানান্তরের জন্য আবন্টিত জমির অ্যা লোটমেন্ট বাতিলের দাবি জানিয়ে জেলাশাসকের হাতে স্মারকপত্রটি তুলে দেওয়া হয়। চাঁদশ্রীকোণায় যেখানে আদালতগুলো স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে, শহরের সঙ্গে সেই জায়গার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। সেই সঙ্গে বর্তমান আধুনিক যুগে প্রতিটি কাজে ইন্টারনেট পরিষেবা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু চাঁদশ্রীকোণা আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় থাকার দরুন সেখানকার ইন্টারনেট পরিষেবা অত্যন্ত দুর্বল। সেই সঙ্গে চাঁদশ্রীকোণা ভারত-বাংলা সীমান্তবর্তী এলাকায় থাকার ফলে নিরাপত্তার বিষয়টিও অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আদালত স্থানান্তরের ফলে যে সমস্যা দেখা দেবে এ নিয়ে আইনজীবী সহ আমজনতা উষ্মা প্রকাশ করেছেন। উত্তর করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী চাঁদশ্রীকোণায় জেলার আদালত স্থানান্তরের বিরুদ্ধে আইনজীবীরা প্রথম থেকেই সরব। এবার স্থানান্তর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আইনজীবীদের সঙ্গে সরব হয়েছেন জেলার বুদ্ধিজীবী সহ সচেতন নাগরিকরাও।

করিমগঞ্জ জেলার আইনজীবীরা তাঁদের সংস্থার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মুখ্যেমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইতিমধ্যে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেছেন। জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকার চাইছে জেলার সবগুলো আদালতকে একই ক্যা স্পাসে নিয়ে আসতে। গুয়াহাটি উচ্চ আদালত নাকি বলেছে, কম্পোজিট কোর্ট বিল্ডিং নির্মাণের মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ জমির অভাব রয়েছে করিমগঞ্জের বিদ্যমান আদালত চত্বরে। করিমগঞ্জ বার অ্যা সোসিয়েশনের সভাপতি আতিকুলবারী চৌধুরী এ প্রসঙ্গে জানান, উচ্চ আদালতের পত্র পাওয়ার পর বার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা প্রশ্ন তুলেন, এখানে যদি পর্যাপ্ত জমি নেই তা-হলে, মাত্র দু-বছর আগে কম্পোজিট কোর্ট বিল্ডিং নির্মাণের জন্য জেলা ও দায়রা জজ কোর্ট ক্যাম্পাসের জমি নির্ধারণ জিসিক্স মডেলের স্ক্যাচ (ম্যাপ) বহু অর্থ ব্যয় করে তৈরি করা হয়েছিল কেন? প্রস্তাবিত নতুন কম্পোজিট বিল্ডিঙে জেলার দুটি আদালতকে একই ছাদের তলায় নিয়ে এসে দুটি আইনজীবী বারের উকিলদেরও বসার ব্যেবস্থা করে দেওয়ারও কথা ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাক্তন জেলা ও দায়রা জজ উৎপল প্রসাদ জেলাশাসকের কাছে প্রেরিত এক পত্রে জেলার দুটি আদালত অর্থাৎ জেলা ও দায়রা জজের আদালত এবং মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত আন্তর্জাতিক সীমান্তঘেঁষা চাঁদশ্রীকোণায় স্থানান্তর করার প্রস্তাব দেন বলে বার সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে। জেলাশাসক পরবর্তীতে চাঁদশ্রীকোণা মৌজার ভারত-বাংলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে কম্পোজিট বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ২৪ বিঘা জমির ব্যবস্থা করেন। ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করে বলা হয়, শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত জেলা ও দায়রা জজের আদালত ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত জমি থাকা সত্ত্বেও, জেলা সদর থেকে সাত কিলোমিটার দূরে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন চাঁদশ্রীকোণায় আদালত সমূহের স্থানান্তর সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

জেলার উভয় বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীরা আরও বলেন, সাব জুডিশিয়াল কোর্ট চাঁদশ্রীকোণায় চলে গেলে এগজিকিউটিভ কোর্টগুলোতে মামলা লড়তে আইনজীবীদের সেখান থেকে বার বার জেলাশাসকের কার্যালয়ে ছুটে আসতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মামলার সঙ্গে জড়িত আগত সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মোকাবিলা করতে হবে। আন্তর্জাতিক সীমান্তঘেঁষা চাঁদশ্রীকোণায় আদালত স্থানান্তর প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবিতে জেলাশাসকের হাতে প্রদত্ত স্মারকপত্রে সই করেছেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বার অ্যা সোসিয়েশনের সভাপতি বলাই চক্রবর্তী, সম্পাদক রাজুচন্দ্র দেব, ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যা সোসিয়েশনের সভাপতি আতিকুলবারী চৌধুরী এবং সম্পাদক দুলুরঞ্জন দাস।

রান্নার গ্যাসের দাম একলাফে ২৫ টাকা বাড়ল, বাড়ল পেট্রল ডিজেলের দামও

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বাজেটে আশ্বাসই সার, প্রমাণ হল ৭২ ঘণ্টারও কম সময়ে। মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ রান্নার গ্যাসের দামে। এক লাফে রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ল ২৫ টাকা। বাজারে সবজির দাম কিছুটা কমায় জনতা যখন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচার উপক্রম করছিল, ঠিক তখনই আরও একবার নাভিশ্বাস তুলতে চলেছে গ্যাসের দাম। প্রসঙ্গত এ বছর গ্যাসের ভর্তুকি গত বছরের তুলনায় অর্ধেক করে দিয়েছে দিল্লি। বুধবার যে ১৪.২ কেজির গ্যাস কলকাতাবাসী কিনেছে ৭২০ টাকা ৫০ পয়সায়. আজ থেকেই সেই গ্যাস কিনতে হবে ৭৪৫ টাকা ৫০ পয়সায়। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই নিয়ে ৩ বার বাড়ল। দিল্লিতে এই মুহূর্তে গ্যাসের দাম ৭১৯ টাকা, মুইতে ৭১৯ টাকা, চেন্নাইতে ৭৩৫ টাকা। এবারের বাজেটে কেন্দ্র পেট্রলে লিটার প্রতি ২ টাকা ৫০ পয়সা এবং ডিজেলে ৪ টাকা সেস বসানোর কথা বলেছিল। মধ্যবিত্তর ঘাম ছুটেছিল সেই ঘোষণায়। কেন্দ্র যদিও বলেছিল এর প্রভাব দামে পড়বে না। কিন্তু ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ল পেট্রল ডিজেলের দামও। ৪ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে পেট্রলের দাম বেড়েছে ৩৫ পয়সা। নতুন দাম হয়েছে ৮৬.৬৫ টাকা প্রতি লিটার। ডিজেলের দামও ৩৫ পয়সা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬.৮৩ টাকা প্রতি লিটার। কলকাতায় পেট্রোলের দাম কালও ছিল ৮৭.৬৯ পয়সা। এদিন দাম বেড়ে হয়েছে ৮৮.০১ টাকা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দুর্ঘটনার কবলে প্রিয়াঙ্কার কনভয়, হতাহতের খবর নেই

লখনউ, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের রামপুরে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার কনভয়। প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে কৃষকদের ট্রাক্টর মিছিলের সময় পুলিশের গুলিতে মারা যান নবনীত সিং নামে একজন কৃষক, ওই কৃষকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে বৃহস্পতিবার সকালেই রামপুরের উদ্দেশে রওনা দেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা। কিন্তু, সকালেই হাপুর রোডে প্রিয়াঙ্কার কনভয়ের দু''টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। যদিও, এই দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। প্রিয়াঙ্কা সুরক্ষিত রয়েছেন। কনভয়ের একটি গাড়ির কোনও যান্ত্রিক সমস্যা হওয়াতে চালক আচমকা ব্রেক কষেন। ফলে পিছনে থাকা কনভয়ের অন্য একটি গাড়ি এসে সামনের গাড়িতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় কয়েকটি গাড়ির সামান্য ক্ষতি হলেও চালক বা কোনও যাত্রী জখম হননি। সুস্থ রয়েছেন প্রিয়াঙ্কাও।

ভারতের সঙ্গে টার্মিনাল চুক্তি বাতিল শ্রীলঙ্কার

কলম্বো, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দেশজোড়া বিক্ষোভের মুখে শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে কলম্বো বন্দর সংলগ্ন টার্মিনাল চুক্তি বাতিল করল শ্রীলঙ্কা সরকার।বন্দরের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরে তীব্র বিক্ষোভ চলছিল দেশটিতে। এই বিক্ষোভের জেরে শেষ পর্যন্ত চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় মহিন্দা রাজাপক্ষের সরকার। ২০১৯-এ কলম্বো বন্দরের পূর্বে একটি টার্মিনাল গড়ার জন্য ভারতের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মহিন্দা রাজাপাক্ষে। চুক্তির তৃতীয় পক্ষ ছিল জাপান। ঠিক হয় প্রস্তাবিত টার্মিনালের ৪৯ শতাংশ শেয়ার ভারত ও জাপানের হাতে থাকবে। বাকি অংশের মালিকানা পাবে শ্রীলঙ্কা সরকার। তারাই টার্মিনাল নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিল গুজরাটের আদানি গোষ্ঠী। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামে সেদেশের ২৩টি শ্রমিক সংগঠন। সাধারণ মানুষের একাংশ বন্দরে ভারতীয় অংশীদারিত্বের বিরোধিতায় সরব হন। শ্রীলঙ্কা সরকার ও প্রশাসনের অন্দরেও চুক্তি নিয়ে আপত্তি ওঠে। এরপরেই চুক্তি বাতিলের কথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাক্ষে।এদিকে ২০১৯ সালের ওই চুক্তি বাতিল করলেও কলম্বো বন্দরের পশ্চিমে আর একটি টার্মিনাল উন্নয়ন প্রকল্পে ভারত ও জাপানকে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে শ্রীলঙ্কা হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

এখনও কৃষকদের পাশেই জানিয়ে দিলেন অনড় গ্রেটা

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): এফআইআর দায়ের হলেও ভারতের কৃষকদের পাশেই আছেন পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ গ্রেটা থুনবার্গ । বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার পরই ফের টুইট করে গ্রেটা জানিয়ে দেন, এরপরও তিনি কৃষকদের পাশেই আছেন।

আড়াই মাস ধরে দিল্লি সীমান্তে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন কৃষকরা। সমর্থন জানিয়ে টুইট করেন মার্কিন পপস্টার রিহানা। তার পর সুইডেনের পরিবেশ আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। মঙ্গলবার রাতে থুনবার্গ টুইটারে একটি প্রতিবেদনের লিঙ্ক শেয়ার করেন। কৃষকদের প্রতিবাদস্থলে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের কথা লেখা হয়েছে সেখানে।

সেই লিঙ্ক শেয়ার করে থুনবার্গ লেখেন, 'ভারতে কৃষকদের প্রতিবাদের পাশে রয়েছি।' এর পর তিনি কৃষকদের সাহায্যের জন্য একটি টুলকিটের লিঙ্কও পোস্ট করেন। এবার এই কারণেই এফআইআর এই পরিবেশ আন্দোলনকর্মীর বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে দু'টি ধারা দায়ের হল মামলা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ (ধর্ম, জাতির ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদে প্ররোচনা), ১২০বি (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) ধারায় থুনবার্গের নামে এফআইআর দায়ের হল। দিল্লি পুলিশের সাইবার সেল তদন্ত করছে।

তবে এফআইআর-এ নাদমে গ্রেটা তৃতীয় টুইট করেন। তাঁর তৃতীয় টুইটে গ্রেটা জানিয়ে দিয়েছেন, "আমি এখনও কৃষকদের পাশেই আছি এবং তাঁদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সমর্থন করছি। কোনও ঘৃণা, হুমকি কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘন তা বদলাতে পারবে না।"

৩১ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ১১,৮৩৩, মোট করোনা-মুক্ত ৫.০৫ লক্ষ

ইসলামাবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানে নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুও নিম্নমুখী। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৫০৮ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৩১ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ১১,৮৩৩ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৪০ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৫ লক্ষ ০৫ হাজার ৮১৮ জন।

বৃহস্পতিবার সকালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৫০৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩১ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৫০,৫৪০। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩২,৮৮৯। এযাবৎ পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৫,০৫,৮১৮ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৩.৪১ শতাংশ।

শিলচরে কংগ্রেসের 'জনহুংকার' বাইক মিছিল, বিজেপি সরকারকে উৎখাতের ডাক

শিলচর (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বৃহস্পতিবার শিলচরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আয়োজনে 'জনহুংকার' বাইক মিছিল সংগঠিত হয়েছে। গরিব জনগণের স্বার্থ বিরোধী নীতির জন্য বর্তমানে মানুষের মধ্যে চতুর্দিকে হাহাকার বিরাজ করছে। তাই গরিব বিরোধী বিজেপি সরকারকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উৎখাতের ডাক দিলেন কংগ্রেস নেতারা।

আজ শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয় থেকে অসংখ্য কংগ্রেস কর্মী নেতারা দীর্ঘ পনেরো কিলোমিটার সোনাবাড়ি ঘাট পর্যন্ত বিশাল বাইক মিছিল করে এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। কংগ্রেসের এই বাইক মিছিলের নাম দেওয়া হয় জনহুংকার রেলি। দীর্ঘ রাস্তায় বিজেপি সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে নানা স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে হাতে নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একের পর এক স্লোগান দিতে থাকেন কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। মূলত যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল বাইক রেলিতে কংগ্রেস জিন্দাবাদ, এনএসইউআই জিন্দাবাদ, যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ, রিপুন বরা জিন্দাবাদ, সুস্মিতা দেব জিন্দাবাদ, বিজেপি হায় হায় প্রভৃতি আওয়াজে মুখরিত করে তোলা হয় সমগ্র এলাকা।

বাইক মিছিলে অংশ নেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ রিপুন বরা, সাংসদ তথা কংগ্রেসের ক্যাম্পেইন কমিটির চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ বরদলৈ, বিহারের বিধায়ক শাকিল আহমদ, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব, জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ কুমার দে, কংগ্রেস আমলের তিন প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেন, অজিত সিং, গিরিন্দ্র মল্লিক, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক তথা কাছাড়ের নির্বাচনি ইনচার্জ রামান্না বরুয়া, প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি কমরুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক দাইয়ান হুসেন সহ জেলা কংগ্রেস ও দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মকর্তারা।

হরেকরকম

বাবা হলেন কপিল পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন স্ত্রী গিনি

ফের বাবা হলেন কপিল শর্মা। তাঁর স্ত্রী গিনি চাতরাথ সোমবার সকালে এক ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কপিল টুইটারে তাঁর ভক্তদের এই সুখবরটি দিয়েছেন। কমেডিয়ান এও জানিয়েছেন যে মা এবং সন্তান, দুজনেই সুস্থ রয়েছেন। শুভ কামনা ও প্রার্থনার জন্য অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন কপিল। টুইটারে কপিল শর্মা লিখেছেন, "নমস্কর। আমাদের আজ সকালে পুত্রসন্তান হয়েছে। ঈশ্বরের কৃপায়, শিশু এবং মা দুজনেই ভাল আছেন। ভালবাসা ও প্রার্থনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আপনাদের অনেক ভালবাসা। গিন্নি ও কপিল।" কপিলের এই টুইটের প্রতিক্রিয়াও দিয়েছেন অনুরাগীরা। শুভেচ্ছাবার্তায় ভরে গিয়েছেন তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট। সদ্যোজাতকে আশীর্বাদও করেছেন অনেকে। অনেকে তাঁদের ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। এর আগে টুইটারে এই কমেডিয়ান তাঁর দ্বিতীয়বারের বাবা হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন। একজন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, কপিল শর্মা শো কেন অফ এয়ার হয়ে গেল? তার উত্তরে কমেডিয়াল লিখেছিলেন, তাঁর স্ত্রী গিনি সন্তানসম্ভবা। তাঁরা দ্বিতীয় সন্তানকে স্বাগত জানাতে চলেছেন। তাই এইসময় তাঁকে বাড়িতে থাকতে হবে। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগই জানা যায় মাত্র কয়েক দিনের জন্যই টেলিভিশন থেকে উধাও হচ্ছে 'দ্য কপিল শর্মা শো'। কপিল শর্মার স্ত্রী গিনি চাতরাথ এখন গর্ভবতী। পরের মাসেই তিনি মা হতে চলেছেন। এই সময় কপিল কাজ থেকে বিরতি নিতে চাইছেন। যাতে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একটু বেশি সময় কাটাতে পারেন, তাই এই সিদ্ধান্ত। তবে যেহেতু কিছু এপিসোড আগে থেকেই শুট করা ছিল তাই কয়েক সপ্তাহ এখন দর্শক 'দ কপিল শর্মা' শোয়ের মজা নিতে পারবেন। কিন্তু জমে থাকা এপিসোড শেষ হলেই বন্ধ হবে শো। তবে তা হতে এখনও এক থেকে দু মাস বাকি। তবে এও শোনা যায়, সোনি টেলিভিশন নাকি কিছু ক্রিয়েটিভ চেঞ্জ করতে চাইছে। তাই অল্প কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকছে 'দ্য কপিল শর্মা শো'। তার পর নতুন ভাবে, নতুন আমেজ নিয়ে ফের টেলিভিশনে ফিরবে এই জনপ্রিয় কমেডি অনুষ্ঠান। সূত্রের খবর মাত্র কয়েক সপ্তাহই দর্শক তাদের প্রিয় অনুষ্ঠানকে মিস করবে।

এবছর আর কোনও নতুন ছবিতে সই করছেন না মিমি

বহুদিন পরে জলপাইগুড়ির বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী তথা তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। সেখান থেকে কোয়ালিটি টাইম কাটিয়ে কলকাতা ফিরেছেন অভিনেত্রী। জলপাইগুড়ির থেকে নানা মজার মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন মিমি। সম্প্রতি বাজি ছবির ডাবিং শেষ করেছেন অভিনেত্রী। এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন জিৎ। তবে এবছর আর নতুন কোনও ছবির কাজ নেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিমি। একের পর এক সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গিয়েছে এই লকডাউনের মধ্যে। তাই নতুন কোনও ছবিতে এই মুহূর্তে হাত দেবেন না বলেই স্থির করেছেন তিনি।

মিমি বলছেন, আমার মনে হয় নতুন ছবিতে সই করার আরও কোনও মানে নেই। কারণ সিনেমা হল বন্ধ। মানুষ যদি সিনেমা দেখতেই না আসে তা হলে আর শ্যুটিং করে কী লাভ। আশা করছি আগামী বছরের প্রথম দিকেই ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে। তখন ক্রমশ সব ঠিক হবে।

ছবির শ্যুটিং আপাতত না থাকলেও সময় ভালোভাবেই কাটছে মিমির। সম্প্রতি দুটি কেক তৈরি করেছেন অভিনেত্রী। একটি তাঁর দুই পোষ্য সারমেয়র জন্য। আর একটি পরিবারের জন্য। মিমির কথায় তিনিই তাঁর দুই পোষ্য চিকু ও ম্যাক্সের স্যান্তা ক্লজ। তাই বড়দিনে তাদের উপহারে ভরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অভিনেত্রীরই উপরে। মিমি ঠিক করেছেন দুজনের জন্য খেলনা কিনবেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ড্রাকুলা স্যর। অনির্বাণ ভট্টাচার্যের বিপরীতে অভিনয় করেছেন মিমি চক্রবর্তী। দুজনের অভিনয়ই প্রশংসা পাচ্ছে। হইচই-তেও এই ছবি দেখা যাচ্ছে।

এবার হিন্দি ছবিতে রুক্মিণী, বিদ্যুৎ জামালের বিপরীতে দেখা যাবে বঙ্গতনয়াকে

বলিউডে ডেবিউ করতে চলেছেন রুক্মিণী মৈত্র। বছরের গোড়াতেই সুখবর দিলেন রুক্মিণী মৈত্র। তাও আবার সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন। জানালেন এবার বলিউডে পাড়ি দিচ্ছেন তিনি। বিদ্যুৎ জামালের বিপরীতে দেখা যাবে তাঁকে। ইনস্টাগ্রামে তাঁর বলিউডের প্রথম ছবির পোস্টারও শেয়ার করেছেন রুক্মিণী।

ছবির নাম 'সনক'। জানা গিয়েছে রুক্মিণী মৈত্র ও বিদ্যুৎ জামাল ছাড়াও ছবিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন নেহা ধুপিয়া ও চন্দন রায় সান্যাল। তবে ছবির গল্প নিয়ে এখনও কিছু জানাননি রুক্মিণী। ছবিটি প্রযোজনা করছেন বিপুল শাহ। পরিচালনা করেছেন কনিষ্ক বর্মা। ছবির যে তিনটি পোস্টার শেয়ার করেছেন রুক্মিণী, সেখানে শুধু বিদ্যুৎ জামালেরই ছবি রয়েছে। সম্ভবত পরের পোস্টারগুলিতে চোখে পড়তে পারেন রুক্মিণী। এটি রুক্মিণীর প্রথম বলিউড ছবি। তাই ছবির পোস্টার শেয়ার করে অনুরাগীদের আশীর্বাদ ও শুভকামনার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

কিন্তু বলিউডের পরিচালকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল কীভাবে? রুক্মিণী জানিয়েছেন তাঁর প্রোফাইল দেখে পছন্দ হয়েছিল বিপুল শাহের। তিনিই রুক্মিণীর ছবি কনিষ্ক বর্মাকে দেখান। তারপরই আসে অডিশনের ডাক। তখন অভিনেত্রী অন্য ছবির প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। তাই প্রস্তাব পাওয়ার প্রায় একমাস পরে তিনি অডিশনের রেকর্ডিং পাঠিয়েছিলেন মুম্বইয়ে। তাঁর অডিশন পছন্দ হয় প্রযোজক ও পরিচালকের। তারপরই ছবি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

প্রসঙ্গত, রুক্মিণীর গ্ল্যামার জগতে পদার্পণ বেশ অল্প বয়সে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে মডেলিং দিয়ে কেরিয়ার শুরু করেন তিনি। টলিউডে তাঁর প্রথম ছবি রিলিজ করে ২০১৭ সালে। ছবির নাম 'চ্যাম্প'। বিপরীতে ছিলেন দেব। সেই শুরু। তারপর থেকে বেশ কয়েকটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। যেমন- 'কবীর', 'পাসওয়ার্ড', 'ককপিট', 'কিডন্যাপ'। বেশিরভাগ ছবিতেই দেবের বিপরীতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এখনও পর্যন্ত তাঁর শেষ ছবি 'সুইজারল্যান্ড'। এই ছবিটি মুক্তি পেয়েছে আনলক পর্বে। ছবিতে তাঁর বিপরীতে রয়েছেন আবির চট্টোপাধ্যায়। আর তারপরই বঙ্গতনয়ার বলিউড পাড়ি। বিদ্যুৎ জামালের বিপরীতে হিন্দি ছবিতে ডেবিউটা সেরেই ফেলছেন নায়িকা।

বলিউডের সঙ্গে টলিউডের একটাই পার্থক্য, জানালেন যীশু সেনগুপ্ত

টলিউডের হার্টথ্রব অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত। কিন্তু এখন বলিউডেও পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছেন অভিনেতা। পিকু, মর্দানি-সহ বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন যীশু। বলা ভাল কলকাতা ও মুম্বই এই দুই শহরেই সমান ভাবে কাজ করছেন তিনি। সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দুই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বললেন।

বলিউড ও টলিউডে কাজের ধরনের মধ্যে কতটা মিল বা তফাৎ রয়েছে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁকে। দুই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার ধরনের মধ্যে সেভাবে ফারাক নেই। বরং বেশ মিল রয়েছে বলেই জানান যীশু। কিন্তু তবুও একটা তফাৎ রয়েছে।

অভিনেতা বলেছেন, মানুষ এখানে যে ভাবে কাজ করে, ওখানেও একই ভাবে কাজ করে। কাজের ধরনে কোনও ফারাক নেই। একমাত্র তফাৎ রয়েছে পারিশ্রমিকে।

সম্প্রতি যীশু সেনগুপ্তর ছবি দুর্গামতী মুক্তি পেয়েছে বলিউডে। জি অশোর পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ভূমি পেডনেকর। ২০১৮ সালে তেলুগু ছবি ভাগমথী মুক্তি পেয়েছিল। সেই ছবিরই রিমেক দুর্গামতী। এটি আমাজন প্রাইমে মুক্তি পেয়েছে। এছাড়া বলিউডের মণিকর্ণিকা, শকুন্তলা দেবী সহ আরও বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করেছেন যীশু।

সাদা চাদরের মাঝে প্রেমে মজে গৌরব-জেসমিন, ভাইরাল সেই রোম্যান্টিক ভিডিও

কলকাতা-বহুদিন ধরেই সম্পর্কে রয়েছেন অভিনেতা গৌরব মন্ডল এবং জেসমিন রায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই নিজেদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেন। এই টেলি তারকা জুটির ভক্তের সংখ্যাও কম নয়। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে এই শীতেও পারদ চড়ালেন গৌরব ও জেসমিন।

ভিডিওর প্রতিটি ফ্রেমে ধরা পড়লো তাদের উষ্ণ রসায়ন। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে সাদা চাদরের মাঝে পরস্পরের প্রেমে মজে রয়েছেন গৌরব ও জেসমিন। কখনও আবার খুনসুটি করে জেসমিন গৌরবের নাক কামড়ে ধরছেন। ভিডিওয় দুজনেই এমন নানা মিষ্টি রোম্যান্টিক মুহূর্ত তৈরি করেছেন। আর তাই দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা। ভিডিওয় গৌরবকে দেখা যাচ্ছে সাদা ভেস্টে।

অন্যদিকে জেসমিন পরে রয়েছেন সাদা ওভারসাইজড শার্ট। ব্যকগ্রাউন্ড এ চলছে হিন্দি প্রেমের গান। দুজনকে ঠিক কোনও ছবির রোম্যান্টিক জুটির মতোই লাগছে।

প্রসঙ্গত গৌরব ও জেসমিন দুজনেই টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ। বিভিন্ন জনপ্রিয় ধারাবাহিকে তাদের অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। বলিষ্ঠ চেহারা আর গৌরবের ভক্তের সংখ্যা মোটেই কম নয়। তেমনই জেসমিনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ অনেকে। এই জুটির ভক্তের সংখ্যা তাই মোটেই হাতে গুনে শেষ করা যাবে না।

আর সেজন্যই ভক্তদের প্রশ্ন হবে দুজনকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে দেখা যাবে। পুজোর সময় ও বেশকিছু ছবি একসঙ্গে শেয়ার করেছিলেন গৌরব ও জেসমিন এগুলি দেখে তাদের ভক্তদের মনে হয়েছিল খুব শীঘ্রই হয়তো বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন দুজনে।

ফের বলিউডে পাড়ি বাঙালির, হিন্দি ছবি বানাচ্ছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ছবি মনোহর পাণ্ডে। বাংলা ছবির দর্শককে তিনি বহুদিন থেকেই মুগ্ধ করছেন। এবার বলিউডে পাড়ি জমাতে চলেছেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার শুরু হয়েছে তাঁর প্রথম হিন্দি ছবির কাজ।

ছবির নাম 'মনোহর পাণ্ডে'। ছবিটি প্রযোজনা করছে সুরিন্দর ফিল্মস। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন সৌরভ শুক্লা, রঘুবীর যাদব এবং সুপ্রিয়া পাঠক কাপুর। এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে ছবিটি বাস্তব ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়া যাচ্ছে গোটা দেশ। এখন পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেও গত বছর করোনা প্রাদুর্ভাবের গোড়ার দিকে পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল। করোনার ফলে পালটে যায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনধারা। চাকরি খোয়াতে হয় বহু মানুষকে। অনেক পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফেরার পথে প্রাণ হারান। করোনা কালের সেই সব মর্মান্তিক কাহিনি ফুটিয়ে তোলা হবে 'মনোহর পাণ্ডে' ছবিতে।

ছবির প্রধান চরিত্র মনোহর পাণ্ডে। প্রধান মহিলা চরিত্রের নাম সঙ্গীতা পাণ্ডে। ছবিতে যেমন বাস্তবতার গল্প তুলে ধরা হবে, তেমনই তার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলবে ভালবাসার গল্প।

পরিচালক জানিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে অনেক কিছু দেখেছেন তিনি। অভিজ্ঞতার ঝুলি তাঁর বিভিন্ন ঘটনায় ভর্তি। সেই সব গল্পই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ছবিতে। সাধারণ মানুষের জীবন করোনা কালে যেভাবে পালটে গিয়েছে তারই প্রতিফলন থাকবে 'মনোহর পাণ্ডে' ছবিতে। ছবিতে অন্যতম প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌরভ শুক্লা। তিনি জানিয়েছেন, নভেম্বর মাসে 'মনোহর পাণ্ডে' ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব পান তিনি। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তিনি গল্প শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাই প্রস্তাব ফেরানোর কথাই ওঠেনি। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যান তিনি। অন্যদিকে কলকাতায় শুটিং করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছেন অভিনেত্রী সুপ্রিয়া পাঠক।

এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে 'মনোহর পাণ্ডে' ছবির কিছুটা অংশের শুটিং হবে উত্তরবঙ্গে। এই ছবির সঙ্গীত পরিচালকও একজন বাঙালি। তিনি জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে বাংলার কোনও অভিনেতাকে ছবিতে দেখা যাবে কিনা, তা এখনও জানা যায়নি।

অস্কার এবং একাধিক এমি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী অভিনেত্রী ক্লোরিস লিচম্যান

বছরের গোড়াতেই দুঃসংবাদ। প্রয়াত হলেন অস্কার এবং একাধিক এমি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী অভিনেত্রী ক্লোরিস লিচম্যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। ক্যালিফোর্নিয়ার এনকিনিটাসে মঙ্গলবার বয়সজনিত কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। 'দ্য মেরি টাইলার মুর শো'-তে ফিলিস লিন্ড্রস্টম খেলার জন্য বিখ্যাত তিনি।

অভিনেত্রীর দীর্ঘদিনের ম্যানেজার জুলিয়েট গ্রিন তাঁর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করেন। গ্রিন বলেন, "আমাদের সময়ের অন্যতম নির্ভীক অভিনেত্রী ছিলেন ক্লোরিস লিচম্যান। তাঁর সঙ্গে কাজ করা সৌভাগ্য হয়েছে আমার। ক্লোরিসের মতো আর কেউ ছিল না। একবার লুক দিয়েই তিনি অনুরাগীদের হৃদয় ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। তিনি চোখে জল না আসা পর্যন্ত মানুষকে হাসাতে পারতেন। ক্লোরিস কী বলবেন বা করবেন তা কখনই জানা যেত না। তাঁর মধ্যে সেই অপ্রত্যাশিত গুণটি ছিল।" প্রয়াত অভিনেত্রী হলিউডের অন্যতম বিখ্যাত অভিনেত্রী ছিলেন। একটি অ্যাকাডেমি পুরস্কার, একটি গোল্ডেন গ্লোব এবং আটটি প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন তিনি। 'দ্য মেরি টাইলার মুর শো'-এ লিচম্যানের চরিত্র 'ফিলিস' অনেকটা তাঁর নিজের মতো ছিল বলে জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই চরিত্রটি তাঁকে ২টি এমি অ্যাওয়ার্ড এনে দেয়। লিচম্যান তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন। লিচম্যান আরও অনেক চরিত্রের জন্য পুরস্কার জিতেছিলেন। তার মধ্যে একটি হল পিটার বোগদানোভিচের 'দ্য লাস্ট পিকচার শো'। এই ছবিতে স্বল্প পরিসরে গৃহবধূর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অস্কার পেয়েছিলেন তিনি। পরে তিনি ছবিটির সিক্যুয়েল 'টেক্সাসভিল'-এও অভিনয় করেন। কিন্তু এটি তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। দুটি ছবিই ল্যারি ম্যাকমুর্টির লেখার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। তার অন্যান্য হাই-প্রোফাইল টেলিভিশন ক্রেডিটগুলির মধ্যে রয়েছে 'দ্য ফ্যাক্টস অফ লাইফ'-এ বেভারলি অ্যান স্টিকারের চরিত্র, 'মিডল ইন ইন দ্য মিডল'-এ গ্র্যান্ডমা ইদা ইত্যাদি। তাঁর সাম্প্রতিক 'ম্যাড অ্যাবাউট ইউ'-এর জন্যও জনপ্রিয়তা কুড়িয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের আবহ সিনেমা জগতে।

স্বস্তিকা কি সত্যি শোভনের সঙ্গে বাগদান সেরেছেন, জল্পনায় জল ঢাললেন অভিনেত্রী নিজেই

বিনোদন জগতে অনেক দিন ধরেই গুঞ্জন টেলি অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত ও গায়ক শোভন গঙ্গোপাধায় নাকি ডেট করছেন। টেলি পাড়ায় কান পাতলেই এমন শোনা যাচ্ছে। তার উপরে দুজনের সোশ্যাল মিডিয়াও এমন কথাই বলছে। প্রায়ই একসঙ্গে ছবি পোস্ট করছেন তাঁরা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই নিজেদের শুধু ভালো বন্ধু বলেই দাবি করছেন স্বস্তিকা ও শোভন।

গুঞ্জন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে অনেকেই মনে করছেন নতুন বছরেই নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসছে চলেছে স্বস্তিকা ও শোভন। বিশেষ করে মঙ্গলবার এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এই জল্পনা আরও ছড়ায়। তবে সেই জল্পনায় জল ঢেলেছেন খোদ স্বস্তিকা ও শোভন।

সম্প্রতি শোভন একটি ছবি পোস্ট করেন স্বস্তিকার সঙ্গে। সেই ছবিতে স্বস্তিকার অনামিকায় একটি আংটি দেখা যায়। সেই আংটি দেখেই প্রতিবেদনটি দাবি করেন, তাহলে কি স্বস্তিকা আর শোভন গোপনে বাগদান পর্ব সেরে ফেললেন! আর এতেই বেজায় চটেছেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় নায়িকা স্বস্তিকা।

অভিনেত্রী জানিয়েছেন এই আংটি গত চার বছর ধরে তাঁর আঙুলে রয়েছে। স্বস্তিকার কথায়, গত চার বছর ধরে এই আংটি টা রয়েছে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে এরকম অবাস্তব একটা বিষয় দেখে ভীষন খারাপ লাগলো।এভাবে বলার আগে একবার জিজ্ঞেস করলে ভালো হত।

শোভনও চটে গিয়েই পোস্ট করেছেন, বিরক্তিকর। একটু থামলে ভালো হয় বন্ধুগন।

অতএব বোঝাই যাচ্ছে, যা রটে তার সবটাই যে বটে এমনটা নয়। শোভন ও স্বস্তিকার বন্ধুত্বের সমীকরণ গভীর হলেও এখনই এর বেশি কিছু তাঁরা ভাবছেন না। অন্তত বার বার সংবাদমাধ্যমের সামনে এমনই বলেছেন দুজনই। বরং সম্পর্কের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলেই দুজনে বলছেন, তাঁদের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্ব রয়েছে, যেটাকে মোটেই তাঁরা প্রেম বলতে রাজি নন। আপাতত বন্ধুত্বের পাশাপাশি দুজনেই নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

প্রসঙ্গত শোভন সম্প্রতি বনি সেনগুপ্ত ও কৌশানী মুখোপাধ্যায় অভিনীত তুমি আসবে বলে ছবিতে প্লেব্যাক গেয়েছেন। অন্যদিকে স্বস্তিকাও ব্যস্ত তাঁর ধারাবাহিক কী করে বলব তোমায় নিয়ে।

নীল ছবি থেকে শিক্ষা নিয়ে করোনাকে রুখতে পারে হলিউড

সারা বিশ্ব করোনার থাবায় স্তব্ধ। একই অবস্থা বিনোদন জগতেরও। বন্ধ ক্যামেরা, লাইট অফ, সাউন্ড নিঃশব্দ। হলিউড যেন তেন প্রকারেণ চাইছে করোনা সময়কালের মধ্যেও সিনেমা ও টিভি শো শুরু করতে। তবে হলিউডের একটি ক্ষেত্র এই মুহূর্তে করোনা মোকাবিলায় অন্যদের থেকে এগিয়ে। ১৯৯০ সালে এইচ আই ভি বা এইডস-এর সময় লস অ্যাঞ্জেলসে নীল ছবির ইন্ডাস্ট্রি তাঁদের অভিনেতাদের এর থেকে বাঁচাতে নিজস্ব পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং ডাটাবেস নিয়ে এসেছিল।

করোনা মহামারির মধ্যে সেই সিস্টেমকেই এখনও ব্যবহার করছে নীলছবির ইন্ডাস্ট্রি। ফলে অ্যাডল্টদের জন্য তাঁদের বিনোদন তৈরি হয়ে চলেছে। মাইক স্ট্যাবিল নামে ফ্রি স্পিচ কোয়ালিশনের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, "যখন আমরা প্রথম কোভিড ১৯-এর কথা বলা শুরু করলাম, তখন থেকেই আমরা প্রস্তুত ছিলাম। কারণ আমাদের শিল্পে অতীতেও টেস্টিং-এর ইতিহাস রয়েছে, যখন সবকিছু বন্ধ ছিল। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, "এটা একেবারে অন্য একটা ভাইরাস। এটার হামলার ধরণও ভিন্ন। তবে সাধারন ভাবে এর থেকে কী কী উপায়ে বাচা যায়, বাঁচতে কী কী করা দরকার, তা সাধারণ ভাবে বুঝতে পেরেছিলাম।"১৯৯০ এর দশকের শেষদিকে একজন

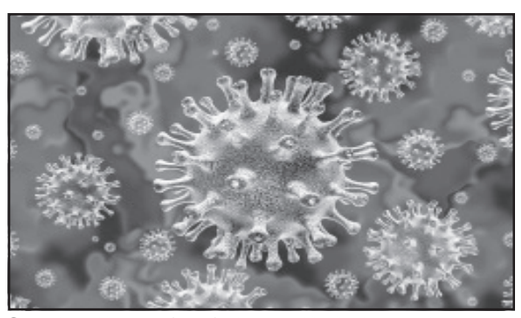

নীলছবির অভিনেতা এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার পরে ও সহ অভিনেতাদের অনেকের মধ্যে সেই রোগ ছড়িয়ে দেওয়ার পণ্ডঅরে নীলছবির দুনিয়ায় এই প্রোটোকল বানানো হয়।

নীল ছবির তারকা শ্যারন মিচেল, যিনি বর্তমানে চিকিতক, তিনি একটি সিস্টেম তৈরি করেছেন যা পাস নামে পরিচিত। যেখানে নীল ছবির অভিনেতাদের প্রতি ১৪ দিন অন্তর পরীক্ষা করা হয় ও সেই পরীক্ষার রেজাল্ট একটি ডেটাবেসে তুলে নেওয়া হয়। সেই ডেটাবেসই পরে ছবি নির্মাতা ও রিচালকদের জানিয়ে দেয় কোন অভিনেতারা কাজের জন্য তৈরি। স্ট্যাবিল বলেছেন, করোনাভাইরাস খুব সহজে ছড়িয়ে পড়ে। এটা আরও অনেক বেশি জটিল সমস্যা। তিনি বলেছেন, নীল ছবি, হলিউড, খেলাধুলা এসবের কাছেই এই চ্যালেঞ্জ একেক ধরনের। তবে বাস্তবে আমাদের প্রত্যেকের কাছে একে অপরের কাছ থেকে শিখে নিতে পারার মত কিছু রয়েছে।" হলিউড মুভি স্টুডিওগুলি, টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলি এবং অভিনেতা, অভিনেত্রী থেকে মেকআপ শিল্পী, ক্যামেরা ক্রু সকলেই ভেবে চলেছেন সব দিক রক্ষা করে কীভাবে আবার কাজ শুরু করা যায়।

তিনদিন ব্যাপী রাজ্যস্তরীয় বিচারক ও রেফারিদের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয় আগরতলায়। ছবি- নিজস্ব।

মানকাচরে সড়ক দুর্ঘটনা, হত দুই কৃষক

সংকটজনক একজনকে পাঠানো হয়েছে গুয়াহাটি

মানকাচর (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার মানকাচর থানা এলাকার সোনাপুরে বৃহস্পতিবার ভোররাত প্রায় তিনটা নাগাদ সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটনাস্থলেই দুই কৃষক তথা শাক-সবজি বিক্রেতার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় অটোভ্যানের চালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিহত দুইকে মানকাচর থানা এলাকার চারবাড়ি গ্রামের সাইজুদ্দিন শেখের ছেলে মণিরুল ইসলাম (২৭) এবং কাঠালবাড়ি গ্রামের রসিক আলির ছেলে ফুলজার আলি (৩০) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া আহতকে চারবাড়ি গ্রামের জনৈক আব্দুল ওয়াহিদের ছেলে আজিবর রাহমান বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। জেলা সদর হাটশিঙিমারি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে সোনাপুর গ্রামের রাস্তায় সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা। জেলার চারবাড়ি গ্রাম থেকে জনাকয়েক কৃষক নিজেদের খেতে উৎপাদিত শাক-সবজি বাজারে বিক্রি করতে এএস ১৭ সি ২৩১৯ নম্বরের একটি অটোভ্যান ভাড়া করেছিলেন। অটোভ্যানটি জেলার সদর হাটশিঙিমারি থেকে তিনিআলি বটেরতল দৈনিক বাজারে আসার পথে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। হাটশিঙিমারি মানকাচর রাস্তায় মেরামতের কাজ চলছে। সেখানে গত প্রায় চার-পাঁচ মাস ধরে রাস্তার ওপর সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদার এএস ০১ ডিসি ০৭৮৪ নম্বরের একটি ডাম্পার রেখেছিলেন। ঘন কুয়াশার দরুন অটোভ্যানের চালক ডাম্পারকে দেখতে না পেরে সজোরে তাতে ধাক্কা মারেন। ফলে যা হওয়ার। ভয়ংকর সংঘর্ষে দুই কৃষকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। নিহত এবং আহতদের প্রথমে কুকুরমারায় অবস্থিত গজারিকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মণিরুল ইসলাম এবং ফুলজার আলিকে নিহত বলে ঘোষণা করে আহত আজিবর রাহমানকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে সংকটজনক বলে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তেজিত স্থানীয় জনতা হাটশিঙিমারি-মানকাচর রাস্তায় অবরোধ গড়ে তুলেন। তাঁদের অভিযোগ, এই ডাম্পারটি এখানে রাখার দরুন এর আগেও কয়েকটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর পর বহুবার সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে ডাম্পারটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা সরিয়ে না নেওয়ার ফলে আজ তরতাজা দুটি প্রাণ চলে গেছে। সড়ক অবরোধকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজেন্দ্র ওঝা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

অভিযোগ প্রমানিত হলে ২ বছর জেল হতে পারে সু কির

নে পি দ, ৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): আমদানি-রফতানির আইন লঙ্ঘন করেছেনশান্তিতে নোবেল বিজয়ী মায়ানমারের নেত্রী আং সান সু কি! এছাড়াও একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগ প্রমানিত হলে সু কির সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড হতে পারে বলে জানিয়েছে তার দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসির (এনএলডি) সদস্যরা। এমনটাই দাবি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আটক সু কির বিরুদ্ধে বুধবার মামলা করে মায়ানমারের পুলিশ। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ৭৫ বছর বয়সী এ নেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি আমদানি-রফতানির আইন লঙ্ঘন করেছেন। এবং রাজধানী নে পি দ-তে অবস্থিত সু কির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ওয়াকি-টকি রেডিও-সহ অবৈধ যোগাযোগের সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। এ অভিযোগ প্রমানিত হলে সু কির সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড হতে পারে বলে জানিয়েছে তার দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসির (এনএলডি) নেতারা। উল্লেখ্য, সোমবার ভোরে রাজধানী নে পি দ-তে অভিযান চালিয়ে ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসির (এনএলডি) -এর প্রধান অং সান সু কি ও প্রেসিডেন্টসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে আটকের পর ফের দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেনাবাহিনী। মায়ানমারের গত বছরের সাধারণ নির্বাচনে করা প্রতারণার প্রতিক্রিয়ায় সরকারের শীর্ষ নেতাদের আটক করেছে বলে দেশটির সেনাবাহিনী জানিয়েছে। এর কয়েক ঘণ্টা পর সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনে এক বছরের জন্য দেশে জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা দেওয়া হয়। মায়ানমারের রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র এক প্রতিবেদনে জানায়, নভেম্বরের নির্বাচনে কোনও কারচুপি হয়েছে কিনা, সেটি তদন্ত করে দেখবে বর্তমান সামরিক সরকার।

নবান্নর নির্দেশ, এবার থেকে হাজির থাকতে হবে সরকারি অফিসে

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই এবার রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের ১০০ শতাংশ উপস্থিতির নির্দেশ জারি করল রাজ্য সরকার। গতবছর অতিমারি করোনা ভাইরাসের জেরে দেশজুড়ে জারি হয় লকডাউন। সেই সময় সতর্কতা মূল ব্যবস্থা হিসেবে সরকারি কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ হাজিরার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য। প্রতিটি দফতরে অর্ধেক সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে কাজ চলায় বাধা পাচ্ছিল সরকারি কাজের গতি। করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতে ফের পুরনো চেহারায় ফিরতে চলেছে রাজ্য সরকারি দফতরগুলি। সম্প্রতি করোনা পরবর্তী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে এমন ঘোষণা করা হয় রাজ্য সরকারেরপক্ষ থেকে। তারপরেই এদিন ১০০ শতাংশ হাজিরার কথা ঘোষণা করল রাজ্য। এবার থেকে সমস্ত দিন হাজির থাকতে হবে অফিসে। নয়তো কাটা যাবে ছুটি। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নির্বাচনের সময়সূচির ঘোষণা করেদিতে পারে নির্বাচন কমিশন। দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেলে সরকারি কর্মচারীদের ওপর কোনওরকম নির্দেশিকা জারির এক্তিয়ার থাকবে না রাজ্যের। তাই তার আগেই এই নির্দেশিকা জারি বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল। নবান্ন সূত্রে খবর, ভোটের আগেই শেষ কয়েকদিনে বকেয়া সমস্ত কাজ মিটিয়ে ফেলতে চায় রাজ্য সরকার। তাছাড়া দুয়ারে সরকার প্রকল্পের কাজ করার জন্য অতিরিক্ত কর্মীর প্রয়োজন। সে কথা মাথায় রেখেই সরকারি কর্মীদের ১০০ শতাংশ হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

করোনা কালেও আমরা মাইনে বন্ধ করিনি : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। কিন্ত তারই মাঝে বিজেপি তৃণমূল তরজা তুঙ্গে বৃহস্পতিবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে তফসিলি জাতি-উপজাতি সম্মেলনে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে "করোনা কালেও আমরা মাইনে বন্ধ করিনি" সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "করোনা কালেও আমরা মাইনে বন্ধ করিনি। আর ৪-৫ দিন পরই ভোটের দিন ঘোষণা হবে। এখন এত চাইলে হবে না। কয়েকটা বিজেপির আর কয়েকটা সিপিএম লোকের কথা শুনে এরকম করে কোনও লাভ নেই। ভোটের আগে ব্ল্যাকমেল করবেন না"।

আগে দিল্লি সামলান, পরে বাংলার কথা ভাববেন, সংসদে ডেরেক

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): দিল্লির সীমানা লাগোয়া এলাকায় কৃষকদের বিক্ষোভ নিয়ে সরব হয়েছে আন্তর্জাতিক মহল। এই প্রেক্ষিতে কেন্দ্র সরকারকে তুলোধনা করলেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। বৃহস্পতিবার সংসদে তিনি বলেন, আগে দিল্লি সামলান, তার পর বাংলার কথা ভাববেন। এদিন রাজ্যসভায় ডেরেক আরও বলেন, 'কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে যেভাবে বাইরে থেকে মন্তব্য ধেয়ে আসছে, তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। কিন্তু, অব কি বার ট্রাম্প সরকার কে বলেছিলেন? আর এখন আমরা বলছি এটা অভ্যন্তরীণ বিষয়।' তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দিল্লি উপকণ্ঠে দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে ধর্না—আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। উল্লেখ্য, দোরগোড়ায় বাংলার বিধানসভা নির্বাচন। এবারের নির্বাচন রাজ্যের শাসকদলের কাছে কার্যত 'প্রেস্টিজ ফাইট।'

হাটশিঙিমারির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চারটি গরু সহ গ্রেফতার এক পাচারকারী

হাটশিঙিমারি (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলা সদর হাটশিঙিমারির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ওপারে গরুর চোরাচালান অব্যাহত। অন্যদিনের মতো গতকাল বুধবার রাতে হাটশিঙিমারির আসামের আলগা সীমান্তে প্রহরারত ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা চারটি গরু সহ এক চোরাকারবারিকে আটক করেছেন। বিএসএফের হাতে আটক গরু পাচারকারীকে খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত হাটশিঙিমারি গ্রামের প্রয়াত আব্দুল আজিজের বছর ১৯-এর ছেলে মিঠুন শেখ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। বিএসএফ আটক পাচারকারী মিঠুন শেখকে গরু সহ খারুয়াবান্ধা পুলিশ ফাঁড়ি কর্তৃপক্ষের হাতে সমঝে দিয়েছে। এদিকে ফাঁড়ি ইনচার্জ জানিয়েছেন, অবৈধভাবে পশু সম্পদ পাচারের অভিযোগে ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

স্বামীকে খুন করে থানায় স্ত্রী-র আত্মসমর্পণ

তুফানগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : স্বামীকে খুন করে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন স্ত্রী। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ইতিমধ্যেই স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, মৃতের নাম রতন সূত্রধর। তুফানগঞ্জের অন্দরান ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা এলাকায় থাকতেন তিনি। তাঁর প্রথম স্ত্রী-র রহস্যমৃত্যু হয়। গায়ে আগুন লাগিয়ে তিনি নাকি আত্মহত্যা করেন। এরপর ফুলকুমারীকে বিয়ে করেন রতন। তাঁদের তিনমাসের একটি সন্তান হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, নিত্য অত্যাচারের জেরে ক্ষোভ থেকেই স্বামীকে খুন করেছে ওই বধূ। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিত্য অশান্তি লেগে থাকত ওই দম্পতির মধ্যে। প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে মারধর করতেন রতন। এমনকী লোহার রড দিয়েও ফুলকুমারীকে মারধর করতেন। বুধবার রাতেও তাঁদের মধ্যে অশান্তি হয়। সেই সময়ই স্বামীকে খুন করে ফুলকুমারী। বৃহস্পতিবার ভোর হতেই সন্তানকে কোলে নিয়ে থানায় হাজির হয় ফুলকুমারী। আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মৃতের বাড়িতে যায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। দরজা খুলতেই মেলে রতনের রক্তাক্ত দেহ। ইতিমধ্যেই দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। প্রতিবেশীরা জানান, অন্যান্যদিন অশান্তির শব্দ পেলেও গতকাল তাঁরা কিছুই টের পাননি। ঠিক কী হয়েছিল বুধবার রাতে? ফুলকুমারীকে জেরা করে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

ট্রাক্টর র‍্যালিতে মৃত কৃষকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রিয়াঙ্কা বঢরা

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): ট্রাক্টর র‍্যালিতে গিয়ে মৃত কৃষকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা বঢরা। বৃহস্পতিবার মৃত কৃষক নভরীত সিংকে কৃষক আন্দোলনের 'শহিদ' আখ্যা দিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন,"এক শহিদের পরিবার তাঁর আত্মত্যাগ কখনও ভুলতে পারে না। ওই আত্মত্যাগ চিরদিন নিজের হৃদয়ে রেখে দেয়। এই আত্মত্যাগ সফল করার জন্য তাঁর মনে প্রত্যয় সৃষ্টি হয়।" প্রসঙ্গত, ২৬ জানুয়ারি দিল্লির আইটিও এলাকায় ট্রাক্টর উলটে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন কৃষক আন্দোলনে শামিল নভরীত সিং। ময়নাতদন্তে এই তথ্যই উঠে এসেছে। কিন্তু মৃত কৃষকের পরিবার তেমনটা মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, ট্রাক্টর উলটে নয়, পুলিশের গুলিতেই প্রাণ হারিয়েছেন নভরীত। সে ঘটনার সাক্ষীও থেকেছেন একাধিক কৃষক। যদিও, তাঁদের সেই দাবির পরও নতুন করে এই ঘটনার কোনও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। নভরীতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার পর প্রিয়াঙ্কা দাবি করলেন, নভরীতের পরিবার এখনও তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে সন্দিহান। এবং তাঁরা চান, ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক।—হিন্দুস্থান সমাচার/কাকলি

ফকিরগঞ্জে পুলিশি অভিযানে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস সহ আটক এক

ফকিরগঞ্জ (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা থানার অন্তর্গত ফকিরগঞ্জ বাজারে পুলিশি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণের ড্রাগস উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে আটক করা হয়েছে পান দোকানি জনৈক জাহান উদ্দিনকে।

দক্ষিণ শালমারা থানার ওসি অতুলচন্দ্র রায় প্রধানী জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশের দল নিয়ে ফকিরগঞ্জ বাজারে হানা দিয়েছিলেন। প্রথমেই তাঁরা হানা দেন জাহান উদ্দিন নামের এক ব্যক্তির পান দোকানে। ওই দোকান থেকে বিপুল পরিমাণের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা। নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে পান দোকানি জাহান উদ্দিনকে আটক করে থানায় নিয়ে এসেছেন ওসি প্রধানী। ওসি অতুলচন্দ্র রায় প্রধানী জানান, ধৃতের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটে এল আরও একটি সংখ্যালঘু মোর্চা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ভোটে আসছে আরও একটি সংখ্যালঘু মোর্চা। বৃহস্পতিবার আত্মপ্রকাশ করল অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফ্রন্ট (এআইএমএফ) নামে একটি সংগঠন।

রাজ্যের ৩০ শতাংশ ভোটারই সংখ্যালঘু। এই ভোটব্যাঙ্কের দিকে শাসক-বিরোধী সব তামাম রাজনৈতিক দলের নজর। ঠিক সে কারণেই একাধিক সংগঠন ও ব্যক্তি রাজনীতির খোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে। প্রসঙ্গত, ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৭১টিতে সংখ্যালঘুদের প্রাধান্য রয়েছে। যেখানে ৪০ শতাংশের বেশি ভোটারই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। গত লোকসভা ভোটের আগে থেকেই রাজ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিহার ভোটে লড়াই করে জোটবদ্ধ কংগ্রেস-আরজেডি'র ভোটব্যাংকে এআইএমআইএম বা মিম থাবা বসিয়েছে। এবার বঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনেও মিম প্রার্থী দেবে বলে ঠিক করেছে। তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ফুরফুরা শরিফে গিয়ে আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে আগেই দেখা করেছেন মিম সুপ্রিমো ওয়েইসি নিজে। এখনও চলছে লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দল ঘোষণা করেছেন আব্বাস সিদ্দিকিও। এর পাশাপাশি চলে এল এআইএমএফ।

হায়দরাবাদের এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসি 'ভোট কাটোয়া' বলেই পরিচিত রাজনীতিতে। বাংলায় মিমের টার্গেট অবশ্যই মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলি। সেখানেই তারা প্রার্থী দিতে চান। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলায় মিমের সংগঠনগুলি নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠছে।

তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ ওয়েইসির মিমকে বিজেপির 'বি টিম' বলে মনে করে। এবার মুসলমানদের অধিকারের কথা তুলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সেই মিমকেই পরোক্ষে কার্যত সমর্থন করে বসেছেন। হাওড়ার সভায় তাঁর আরও বক্তব্য, "রাজ্য সরকার মুসলিমদের তোষণ করে। আমরা করি না। কারণ, আমাদের কাউকে তোষণ করার প্রয়োজন হয় না। কেউ যদি মনে করেন, বিজেপি কাজ করছে, তাহলে ভোট দেবেন। যদি মনে করেন, কাজ করছে না, ভোট দেবেন না। এটা মানুষের নাগরিক অধিকারের বিষয়।"

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, সংখ্যালঘুরা সমবদ্ধভাবে ভোটে লড়লে তৃণমূলের যে মুসলিম ভোট ব্যাংক অক্ষুণ্ণ ছিল এতদিন, তাতে নিশ্চিতভাবে ফাটল ধরবে। তাতে বিজেপির পরোক্ষ লাভ যথেষ্টই। ভোটের সেই পাটিগণিত বুঝেই কি আচমকা তাঁদের সমর্থন করেছেন দিলীপ ঘোষ? এই প্রশ্ন উঠছেই।

কী বলছে বিজেপি? ক'দিন আগে হাওড়ার এক সভায় দিলীপ ঘোষ বলেন, "বাংলায় মুসলিমদের এতদিন ব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে।" এভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রতি ফের 'তোষণ' রাজনীতির অভিযোগ তুলে মুসলিমদের প্রকৃত অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। বলেন, "এতদিন বাংলার মুসলিমদের কোনও উন্নয়ন করা হয়নি। প্রকৃত অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত। এখন তা স্পষ্ট বুঝছেন এ রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষজন। ভারতের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের সমান অধিকার আছে। যতটা অধিকার আমার, আপনার আছে, ততটাই অধিকার আছে আব্বাস সিদ্দিকি, ওয়েইসিদের। তাই তাঁরা নিজেদের মতো করে লড়ছেন।"

বিধানসভা ভোটের মুখে বাংলায় সংখ্যালঘু-বন্ধু হিসেবে নিজেদের ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টা করছে বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ। তৃণমূলের অভিযোগ, হাওড়ার পাঁচলায় জনসভা থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতির মুখে মুসলিম-প্রীতির কথায় তা বেশ স্পষ্ট।

প্রত্যাশামতোই নতুন দলের ঘোষণা করেছেন পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি। মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দিতেই এই দল গড়া বলে জানান আব্বাস। ২০১৯ সাল থেকে রাজ্যে রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় হয়েছেন তিনি। গঠন করেছেন ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাতুল জন্মত নামে একটি সংগঠন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, তৃণমূলের সমর্থনে নির্বাচনে লড়াই করবেন তিনি। তাঁকে দলে টানতে চেয়ে পীরজাদার দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাম ও কংগ্রেস। কিন্তু তাতেও সাড়া মেলেনি। শেষে ওয়েইসির সমর্থনে নির্বাচনে লড়াইয়ের কথা জানান পীরজাদা। এরপরই দল গঠনের ঘোষণা করলেন তিনি।

ফুরফুরা শরীফের পীরজাদার বাঙালি মুসলিম ও সংখ্যালঘু যুব সম্প্রদায়ের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। মগরাহাট, ক্যানিং, আমতলা, ডায়মন্ডহারবার-সহ হাওড়া-হুগলির মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বিভিন্ন সময় ধর্মীয় সভা, জলসা করেন আব্বাস সিদ্দিকি। গত কয়েকমাস যাবৎ সেই সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন তিনি। এবার নিজের দল গড়লেন তিনি।

এর ফলে রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ দেখা দিল। আব্বাস সিদ্দিকির নয়া দলের নাম ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। তাদের পতাকায় রয়েছে দুটি রঙ। নীল এবং সবুজ। দলের প্রতীক এখনও সামনে আনেননি তিনি। দলের চেয়ারম্যান হয়েছেন আব্বাসের ভাই নৌসাদ সিদ্দিকি। মূলত রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতেই প্রার্থী দেবেন তাঁরা। আব্বাসের পাখির চোখ দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়ার একাংশ। 'ভাইজানকে ভয় শাসকের' কৌশলী মন্তব্য করেছেন পীরজাদা! নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত ছিল আব্বাস সিদ্দিকির কথায়। তাঁর দাবি, ভাইজানকে ভয় পাচ্ছে তৃণমূল।

আব্বাস সিদ্দিকি জানান, "অনেকেই আছে যাঁরা নিজেদের নিরপেক্ষ বলেন। কিন্তু আদপে কাজে তা প্রমানিত হয় না। শুধু মুসলিম নয়, হিন্দু সমাজেরও বহু পিছিয়ে পড়া মানুষ আছেন।" তাঁদের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দিতেই এবার বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নেবেন তিনি। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট নির্বাচনে লড়াই করলে অন্যান্য দলের ভোটব্যাংকে সরাসরি তার প্রভাব পড়বে।

এআইএমএফ-এর সর্বভারতীয় সভাপতি মহম্মদ আসিফ বিহারের ভোটে পাপ্পু যাদবের সঙ্গে সমঝোতা করে গোটা বারো আসনে প্রার্থী দেন। সব ক'টাতেই হেরেছেন। তা-ও মোর্চার রাজ্য সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে আশাবাদী। বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, "আমরা ১৭১টি কেন্দ্রে প্রার্থী দেব। সমঝোতার জন্য সব দলের কাছে খোলা বার্তা দিয়ে রাখলাম। বাংলার সংস্কৃতি সুনিশ্চিত করতে যাঁরা আমাদের হাত ধরতে চান, তাঁদের স্বাগত।" যদিও মোর্চার অনেক নেতাকর্মী বাংলার জ্ঞান অতি সীমিত। অনেকে বাংলা জানেনও না। মহম্মদ আলি জিন্না বলেন, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, অসমে আমাদের অবস্থান আশাব্যঞ্জক। বাঙালুরুতে যথেষ্ট ভাল। পশ্চিমবঙ্গে সদস্যসংখ্যা দেড় হাজারের ওপর। "সব মিলিয়ে, আসন্ন বিধানসভা ভোটে সংখ্যালঘু ভোট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বিজেপির বক্তব্য, সংখ্যাগুরুদের ভোট একত্রিত করতে পারলে বাজিমাত। এ প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি আলি হোসেন বলেন, আমাদের মূল সংগঠন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৮ হাজার ৭৫১টি গ্রামকে প্রচারে সেভাবে রাখেনি। আমরা সংখ্যালঘু মোর্চার সদস্য-সমর্থকরা সেখানে যাব। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বরাকের শূন্য পদের সবকটিতে বহিঃবরাকের প্রার্থী, প্রতিবাদে এবার শিলচরে এএসআরএলএম-এর কার্যালয় ঘেরাও বিডিএফ যুববাহিনীর

শিলচর (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সম্প্রতি 'অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা অভিযান' (এএসআরএলএম)-এর অধীনে ৭৮টি পদে নিয়োগ তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৪০টি বরাদ্দ ছিল বরাক উপত্যকার প্রার্থীদের জন্য। অথচ প্রকাশিত তালিকায় বরাকের কোনও প্রার্থী না থাকার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার শিলচরে এএসআরএলএম-এর কার্যালয় ঘেরাও করেছেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ইউথ ফ্রন্টের কর্মকর্তারা। বিডিএফ ইউথ ফ্রন্টের প্রায় তিরিশ জন কর্মকর্তা এবং সদস্য আজ সকাল সাড়ে এগারোটায় গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ওই শাখার কার্যালয়ে গিয়ে রিপোর্টিং অফিসার দীপশিখা দেব সহ উর্ধতন কোনও কর্তৃপক্ষকে না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্লোগান দিতে শুরু করেন। পরে তাঁরা অফিসে উপস্থিত একমাত্র কর্মচারী আরকে বীরজিৎ সানাকে ঘেরাও করে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। এএসআরএলএম-এর কার্যালয় প্রাঙ্গণে যুববাহিনীর মুখ্য আহ্বায়ক কল্যাণব্রত গুপ্ত বলেন, তাঁরা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা না হলে এখান থেকে নড়বেন না। বিভাগীয় পদস্থ আধিকারিকরা ফিল্ডে বা যেখানেই থাকুন, এখানে আসতে হবে। তিনি তাঁদের অভিযোগ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়ে বীরজিৎ সানাকে দিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে ফোনে যোগাযোগ করতে বাধ্য করেন। পরে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিডিএফ-এর ইউথ ফ্রন্টের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলার জন্যি কিছুক্ষণের মধ্যে অফিসে ছুটে আসেন ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার বিপ্লব কুমার নাথ। তাঁকে ঘেরাও করে বিডিএফ ইউথ ফ্রন্টের আরেক আহ্বায়ক ইকবাল হাসান চৌধুরী বলেন, বরাকের প্রতি ক্রমাগত এ ধরনের বৈষম্যের ফলে যুবসমাজের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তিনি বলেন, সমস্ত সরকারি পদের ক্ষেত্রে বরাকের ছেলেমেয়েরা উপেক্ষিত। ইকবাল হাসান চৌধুরীর অভিযোগ, পুরো প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা রয়েছে। না-হলে বরাকের কোনও প্রার্থীর উত্তরপত্র বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী কেন আপলোড করছে না কর্তৃপক্ষ?

যুববাহিনীর মুখ্য আহ্বায়ক কল্যাণব্রত গুপ্ত বলেন বহিরবরাকের এ-সব প্রার্থীদের অধিকাংশই এখানকার মাটি, মানুষের সাথে স্বভাবতই একাত্ম বোধ করেন না। এঁরা কয়েক মাস কাজ করেই ট্রান্সফার নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় চলে যেতে আগ্রহী থাকেন। এতে বাধাপ্রাপ্ত হয় স্থানীয় উন্নয়ন। তিনি স্পষ্ট বলেন, সরকার কী করবে সেটা তাদের ব্যাপার। তবে বিডিএফ এই বৈষম্য প্রতি পদক্ষেপে করছে রাজ্য সরকার। ইদানীং কোনও লিখিত পরীক্ষাকেন্দ্র দেওয়া হয় না বরাকে। পরীক্ষার জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করে গুয়াহাটিতে যেতে হচ্ছে। গুয়াহাটিতে টাকা খরচ করে থাকতে হচ্ছে এই উপত্যকার বেকারদের। তিনি আরও বলেন, লোকসভা ভোটের আগে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এই উপত্যকার সব তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদ পূরণ করা হবে শুধু স্থানীয় প্রার্থীদের দিয়ে। কোথায় গেল সেই প্রতিশ্রুতি?

সবার বক্তব্য ও সম্মিলিত চাপের পরিপ্রেক্ষিতে প্রজেক্ট ম্যানেজার এদিন সমস্ত অভিযোগ তাঁর উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবিলম্বে জানাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরই স্থানত্যাগ করেন বিডিএফ ইউথ ফ্রন্টের সদস্যরা। অন্যান্যদের মধ্যে এদিন এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়, আহ্বায়ক পার্থ দাস, জওহর তারণ, হৃষীকেশ দে, জয়দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এর পরও সরকার নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে তবে তাঁরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিবাদের মাধ্যমে বহিরাগত এই সকল প্রার্থীদের কাজে যোগ দিতে বাধা দেবেন। ইউথ ফ্রন্টের অপর আহ্বায়ক দেবরাজ দাসগুপ্ত এদিন প্রজেক্ট ম্যানেজারকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক নারায়ণ চন্দ্র দাসকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছবি নিজস্ব।

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ঃ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) ২৮টি নির্বাচনী কেন্দ্রের খসড়া ভোটার তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকার উপর দাবী ও আপত্তি জানানো যাবে ১২ ফেবয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত। ১৩ ফেবয়ারি, ২০২১ থেকে ১৭ ফেবয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত এই দাবী ও আপত্তিগুলি নিপত্তি করা হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৩ ফেবয়ারি, ২০২১ তারিখে। জেলা পরিষদের নির্বাচন কমিশনারের সচিব আজ এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী মোট ভোটার রয়েছেন ৮,৬৪, ৩২৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,৩৬,১১৯ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,২৮,২০৬ জন। অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ৩ জন। ১-দামছড়া-জম্পুই (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৪,৮৭৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৭,৭৩৯ জন এবং মহিলা ভোটার রয়েছেন ১৭,১৩৬ জন। ২-মাছমারা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩২,৬২০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,৭১২ জন এবং মহিলা ভোটার ১৫,৯০৮ জন। ৩-দশদা-কা'নপুর কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩২,৫৭৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,৪৬২ এবং মহিলা ভোটার রয়েছেন ১৬,১১৭ জন। ৪-করমছড়া (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৮,৯৯৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৯,৭০৫ জন এবং মহিলা ভোটার ১৯,২৮৯ জন। অন্য ভোটার রয়েছেন ১ জন। ৫-ছামনু (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৯,২০৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪,৭৯২ জন এবং মহিলা ভোটার ১৪,৪১৭ জন। ৬-মনু-ছৈলেংটা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩০,৮৬৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৫,৫২৭ জন এবং মহিলা ভোটার ১৫,৩৪০ জন। ৭-ডেমছড়া-কচুছড়া (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩২,১৮১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,১৭৪ জন এবং মহিলা ভোটার ১৬,০০৭ জন।

৮-গঙ্গানগর-গণ্ডাছড়া (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৪,৮৭২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১২,৭৭৮ জন এবং মহিলা ভোটার ১২, ০৯৩ জন। অন্য ভোটার রয়েছেন ১ জন। ৯-হালাহালি-আশারামবাড়ি (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩২,২৬৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,৩১৮ জন এবং মহিলা ভোটার ১৫,৯৫১ জন। ১০-কুলাই-চাম্পাহাওর (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩২, ৫০৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,২৮১ জন এবং মহিলা ভোটার ১৬,২২৪ জন। ১১-মহারাণীপুর-তেলিয়ামুড়া (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৮,৬৭১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪,২৯৩ জন এবং মহিলা ভোটার ১৪,৩৭৮ জন। ১২-রামচন্দ্রঘাট (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৮,৬৬৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪,৪২২ জন এবং মহিলা ভোটার ১৪,২৪৬ জন। ১৩-সিমনা-তমাকারি (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৪,৪১৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১২,১১৬ জন এবং মহিলা ভোটার ১২,৩০৩ জন।

কিস্তির টাকা পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছেন বন্ধন ব্যাঙ্কের ঋণ গ্রহীতারা জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বন্ধন ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন মাইক্রো ফিনান্স কোম্পানি থেকে ঋণ গ্রহীতারা মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন। গ্রামাঞ্চলের অসহায় মহিলারা ঋণ নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে উপার্জন করে পরিবার পরিচালনা করতেন। কিন্তু করোনা কালে লকডাউনের দরুন উপার্জনের মাধ্যম হারিয়ে পথে বসেছেন ঋণ গ্রহীতা মহিলারা। প্রায় এক বছর ধরে কোনও কাজকর্ম না থাকায় পুঁজি প্রায় শেষ হওয়ার পথে। পরিবার পরিচালনা করাই এখন ঋণগ্রস্থ মহিলাদের কাছে দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে পারিবারিক অভাব অনটন আর অন্যদিকে আর্থিক সংস্থা থেকে কিস্তির তাগাদা। এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ে মহিলাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। শেষপর্যন্ত কোনও উপায়ন্তর না পেয়ে অসহায় মহিলাগণ বিজেপি নেতা তথা এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মিশন দাস মহিলাদের কাছ থেকে তাঁদের করুণ কাহিনি শুনে, এ ব্যাপারে জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধন ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন মাইক্রো ফিনান্স কোম্পানি থেকে যাঁরা ঋণ নিয়েছেন তাঁদেরকে হয়রানি না করার দাবি জানিয়ে শুক্রবার জেলাশাসক আনবামুথান এমপি-র হাতে একটি স্মারকপত্র তুলে দেন অসম শিল্পোদ্যোগ নিগমের চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস।

জেলাশাসকের কাছে বিস্তারিত বিষয় তুলে ধরে মিশন দাস বলেন, মাইক্রো ফিনান্স কোম্পানির অধীন বন্ধন সহ বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত হয়েছে অনেক পরিবার। ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে পরিবার চালিয়ে নিচ্ছেন অনেকে। কিন্তু করোনা মহামারির জন্য লকডাউন শুরু হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে পড়ে সাধারণ জনজীবন। পরিবারের ভরণ-পোষণ জোগাড় করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর। লকডাউন শেষ হওয়ার পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সর্বত্র। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেননি। এমন-কি ব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে যে টাকাগুলো নিয়েছেন সেগুলো পরিবারের ভরণ-পোষণে শেষ হয়ে গেছে। এখন সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর আধিকারিকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঋণের কিস্তির টাকা দেওয়ার জন্য মহিলাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন। যার ফলে গরিব পরিবারগুলোকে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে জানান মিশন।

তিনি বলেন, লকডাউন শেষ হওয়ার পর অনেকের পুরনো ব্যবসা ফিরিয়ে আনতে অনেক অসুবিধার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। অনেকে তো আবার টাকার অভাবে পুনরায় ব্যবসাই শুরু করতে পারেননি। টাকাগুলো নেওয়া হয়েছে ব্যবসা করে প্রতি সপ্তাহে কিস্তি হিসেবে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এ-সব বাস্তব সমস্যা না বুঝে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির আধিকারিকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের উপর কিস্তি দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। কোম্পানির আধিকারিকরা যাতে চাপ সৃষ্টি না করেন সেজন্য বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেন মিশন দাস। মিশনরঞ্জন দাসের কাছ থেকে সব শুনে খুব শীঘ্রই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন জেলাশাসক আনবামুথান এমপি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ

জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৪৪ ধারা

শিলচর (অসম), ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। শুক্রবার এ বিষয়ে জারিকৃত এক আদেশে কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কীর্তি জল্লি কাছাড় জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল সমূহে সিআরপিসির ১৪৪ ধারা অধীনে সান্ধ্য আইন জারি করেছেন।

আদেশে বলা হয়েছে, কাছাড় জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এক কিলোটার ব্যাসার্ধে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে ব্যক্তিদের চলাচল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের সময়কালের মধ্যে কোনও ব্যক্তি কাছাড় জেলার ভারতের ভূখণ্ডের সীমানায় অবস্থিত সুরমা নদী এবং তার উঁচু তীরের উপর দিয়ে যেতে পারবেন না। জেলায় আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা সৃষ্টির লক্ষ্যে উগ্রবাদীদের যাতায়াত এবং জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার পার্শবর্তী অঞ্চলগুলিতে জেলা থেকে গবাদি পশুর পাশাপাশি পণ্য সামগ্রীর অনুমোদিত চলাফেরার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ জারি করা হয়েছে। এই আদেশে আরও বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তিকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সুরমা নদীতে নৌকা চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে না। তাছাড়া মাছ ধরতে হতে হলে বৈধ অনুমতি নিতে হবে কাটিগড়ার প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে, বলা হয়েছে আদেশে।

এতে আরও বলা হয়েছে, জেলা সীমানার মধ্যে পাঁচ কিলোটার এলাকার মধ্যে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে কোনও ব্যক্তি কোনও যানবাহন, ঠেলাগাড়ি, রিকশার চলাচল, চিনি, চাল, গম, ভোজ্যতেল, এসকে অয়েল, লবণ ইত্যাদি বহন করতে পারবেন। তবে এ বিষয়ে কাটিগড়ার সার্কল ম্যাজিস্ট্রেট কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড় দিতে পারবেন। তাছাড়া সেক্ষেত্রে স্থানীয় অসামরিক সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকের কাছ থেকে যাচাই করে নিতে হবে এবং তার প্রতিলিপি কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ধলছড়ার বিএসএফ-এর ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমানডেন্টের কাছে দাখিল করতে হবে বলে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। এই আদেশ সীমান্ত অঞ্চলে কর্যব্যরত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিক বা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। জারিকৃত আদেশটি আগামী দু মাসের জন্য কার্যকর থাকবে বলেও নির্দেশিকায় বলা হয়েছে।

আন্দোলনরত পার্শ শিক্ষকদে দাবি অংশত মানলেন মমতা

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আন্দোলনরত পার্শ শিক্ষকদের দাবি অংশত মেনে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, এদিনই বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে নবান্ন অভিযান করেন পার্শশিক্ষক মুক্তমঞ্চের সদস্যরা। যাকে কেন্দ্র করে এদিন ধুন্ধুমার বেধে যায় পুলিশ ও শিক্ষকদের মধ্যে। শুক্রবার বিকেলে বিধানসভায় নিজেই "ভোট অন অ্যাকাউন্ট" পেশ করেন তিনি। তিনি জানান, রাজ্যের পার্শ শিক্ষক (প্যারা টিচার) দের ৩ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। প্রতি বছর হবে এই হারে বেতন বৃদ্ধি। এছাড়াও ৬০ বছর বয়স হলে অবসরের সময় এককালীন ৩ লক্ষ টাকা পাবেন এই শিক্ষকরা।

বেশ কিছুদিন ধরে রাজ্যে তথা কলকাতার রাজপথে নানান দাবি দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন পার্শ শিক্ষকেরা। এদিন দুপুরেও পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় পার্শশিক্ষকদের। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে পার্শ শিক্ষকদের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে তাঁদের জন্য দরাজহস্ত হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন আগামী অর্থবর্ষ থেকেই পার্শ শিক্ষকদের অবসরের পর ৩ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। প্রতি বছর ৩ শতাংশ হারে পার্শ শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি পাবে। এর জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এত প্রকল্পের টাকা আসবে কোথা থেকে? বাজেট নিয়ে মমতাকে আক্রমণ বিরোধীদের

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : অন্তর্বর্তী বাজেট নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রীর একের পর এক প্রকল্প ঘোষণাকে 'প্রহসন' বলে কটাক্ষ করলেন তিনি। অন্যদিকে, ভোট পেতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসব করছেন বলে দাবি করলেন বাম নেতাসুজন চক্রবর্তী।

বাজেট প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, "অযথা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন উনি। এটা কোনও বাজেটই নয়। ৫০ কোটি টাকার উপর ঘাটতি। উনি যা বলছেন সবই পরবর্তী ৫ বছরের জন্য। কিন্তু আপনি থাকবেন ২ মাস। আচমকা ভোটের আগে অনেক কিছু মনে পড়ছে। আগে কেন মনে পড়েনি।" মমতার নেতৃত্বে এই সরকার রাজ্যকে ছাড়খার করেছে বলেও তোপ দাগেন তিনি।

শুক্রবার বিকেলে প্রাক্তন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। সেখান থেকেই বাজেট প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে তুলোধনা করেন তিনি। বলেন, "বর্তমানে অর্থনৈতিক যা পরিস্থিতি তাতে কীভাবে মুখ্যমন্ত্রী এতগুলি প্রকল্প ঘোষণা করলেন, এত কোটি টাকা বরাদ্দ করলেন জানি না। কোথা থেকে আসবে এত টাকা। সাধারণ মানুষ প্রকল্পের প্রহসন প্রত্যাখ্যান করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চাঁদের হাট

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শুক্রবার কলকাতায় তৃতীয় "বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব" ২০২১-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কার্যত ছিল চাঁদের হাট।

চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখার্জি, চিত্রনায়ক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও অনির্বাণ ভট্টাচার্য, চিত্রনায়িকা জয়া আহসান ও মুমতাজ সরকার। ছিলেন চিত্রনায়ক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ সিদ্দিকি (রিয়াজ), মিথিলা প্রমুখ পরিচিত মুখ।

সূত্রের খবর, এতে অংশ নিতে এসেছেন অভিনেতা মহম্মদ জাহিদ হোসেন, অভিনেত্রী শারমিন আখতার নিপা মাহিয়া, মেহের আফরোজ শাওন, প্রযোজক এবনে হাসান খান, নাজনিন হাসান খান, আবু শাহেদ প্রমুখ বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

উদ্বোধনী পর্বে "হাসিনা এ ডটারস টেল" দেখানো হয়। পরবর্তীতে ন ডরাই, গণ্ডই, আয়নাবাজি, জন্মসাথী, কৃষ্ণপক্ষ, জালালের গল্প, দেবী, হাসিনা এ ডটারস টেল, মায়া দ্য লস্ট মাদার, বাপজানের বায়স্কোপ, রাজাধিরাজ রজ্জাক, একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমি, কাঙ্গাল হরিনাথ, আবার বসন্ত, ছুয়ে দিল মন, হীরালাল সেন, অজ্ঞাতনামা, সত্ত্বা, মুসাফির, শাটল ট্রেন, ইতি তোমারই ঢাকা, আন্ডার কনস্ট্রাকশন, পদ্ম পাতার জল, ইন্দুবালা, আখি ও তার বন্ধুরা, অন্তর জ্বালা, ফাগুনের হাওয়ায়, ইসমাইলের মা, কাঠবিড়ালি দেখানো হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক এর দায়িত্বে ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বপ্না দে।

পরিচালক গৌতম ঘোষ জানান, "বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক দিনের। ১৯৯১-৯২ সালে করেছিলাম 'পদ্মা নদীর মাঝি'। বাংলাদেশের নানা গ্রামে, পদ্মা-মেঘনায় শুটিং হয়েছিল। অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সময় বাংলাদেশের একটা চেহারা দেখেছিলাম। এখন বাংলাদেশের অনেকত চলচ্চিত্র নির্মাতা ভাল কাজ করছেন। নতুন ধরনের ছবি হচ্ছে।"

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ এবং বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতার সহযোগিতায় ৫-৯ ফ্রেবুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত কলকাতার ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র সদনের নন্দন -১,২ ও ৩ এর প্রেক্ষাগৃহ সমূহে প্রতিদিন দুপুর ১২ টা থেকে রাত ৮টা ৫-১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

প্রাক্তন বিধায়ক নারায়ণ চন্দ্র দাসকে অন্তিম শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক নারায়ন চন্দ্র দাস প্রয়াত হয়েছেন। তার মৃত্যুর সংবাদে কংগ্রেস নেতা কর্মী সমর্থকদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক নারায়ন চন্দ্র দাস দীর্ঘ রোগভোগের পর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই কংগ্রেস নেতা কর্মী সমর্থকদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। শুক্রবার তাঁর মৃতদেহটি বিধানসভা ভবন এ নিয়ে যাওয়া হয় ।সেখানে বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস ,রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ , বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ মন্ত্রিসভার সদস্য এবং অন্যান্যরা পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিধানসভা ভবন থেকে তার মরদেহ নিয়ে আসা হয় আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে।এখানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস ,প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরাজিত সিনহা সহ অন্যান্য নেতারা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ।আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় প্রতাপগড় তার নিজ বাসভবনে। সেখানেও দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থকরা নশ্বর দেহ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। প্রতাপগড় থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সোনামুড়া জেলা কংগ্রেস ভবনে ।সেখানে দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থকরা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক নারায়ন চন্দ্র দাস এর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য নারায়ন চন্দ্র দাস নলছড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রথযাত্রার অনুমতির পর বিজেপিকে টুইটে খোঁচা তৃণমূলের

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিজেপির রথযাত্রার অনুমতি আদৌ মিলবে নাকি মিলবে না, তা নিয়ে সরগরম ছিলরাজ্য রাজনীতি। ইচ্ছা করে রাজ্য প্রশাসন অনুমতি দিচ্ছে না বলেই দাবি তুলেছিল বিজেপি। তবে নদিয়ায় রথযাত্রার স্থানীয় প্রশাসন অনুমতি দেওয়ার পর বিজেপিকে টুইটে খোঁচা দিল তৃণমূল। টুইটে উল্লেখ করা হয়েছে, "রাজ্য প্রশাসন রথযাত্রার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেনি। বিজেপির দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা। বিজেপির অবশ্যই এমন অভিযোগের প্রামাণ্য যুক্তি দেখানো প্রয়োজন।" ইতিমধ্যেই বিজেপির রথযাত্রা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা রুজু হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা অবনতির আশঙ্কায় আইনজীবী রমাপ্রসাদ রায় মামলা দায়ের করেছেন।

বাঁশ

● প্রথম পাতার পর

ফেব্রুয়ারি নোটিশ পাঠানো হয়। পুরো নিগমের পর থেকে নোটিশ পাঠিয়ে বাশ ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেওয়া হয় ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তারা যেন জায়গা ছেড়ে দেয় ।স্বল্প সময়ের নোটিশ দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসা ব্যবসায়ীদের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার নোটিশকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জায়গা দখল মুক্ত না করা হলে পৌর প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানিয়ে দেয় ।উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসা ব্যবসায়ীরা ।জানা গেছে বটতলা বাশ বাজারে ৬০/৭০ বছর ধরে তারা ব্যবসা করে আসছে। বিকল্প কোন পুনর্বাসনে ব্যবস্থা করে তাদেরকে আচমকা সেখান থেকে চলে যাওয়ার দেওয়ায় ওইসব ব্যবসায়ীরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। হাইকোর্ট বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে শুক্রবারে মামলাটি শুনানির জন্য তোলে। বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের কোর্টে মামলাটি ওঠে। সোমবার পুনরায় এই মামলাটি শুনানির জন্য উঠবে বলে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেন যেসব ব্যবসায়ীদেরকে ২৪ ঘন্টার নোটিশে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা দীর্ঘ ৬০/৭০ বছর ধরে এলাকায় ব্যবসা করে চলেছেন ।তাদের জন্য বিকল্প পুনর্বাসনে ব্যবস্থা না করে এ ধরনের নোটিশ পাঠানোর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি ।আগরতলা স্মার্ট সিটির নামে মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার কোনো অধিকার কারো নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন ।বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তাদেরকে সেখান থেকে তোলার উদ্যোগ নিতে আগরতলা পৌর প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন।

মাধ্যমিক

● প্রথম পাতার পর

হবে পরীক্ষা। পাশ নম্বর হবে ৩৩ শতাংশ। পূর্বে ছিল ৩০ শতাংশ। শুক্রবার সাংবাদিকদের কাছে এই তথ্য তুলে ধরেন ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা। তিনি আরও বলেন এবছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরিক্ষার্থীর সংখ্যা আনুমানিক ৫০ হাজার এবং ৩০ হাজারের মতো হবে। কোভিডের কথা মাথায় রেখে পরীক্ষার সেন্টার বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় ।অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে শুরু করেছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় ।স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি কে কেন্দ্র করে বৃহত্তর এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঘিরে জনমনে নানা কৌতুহলর সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে থানায় কোন ধরনের মামলা দায়ের করা হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

যোজনার ই-কার্ড তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, বিধায়ক শংকর রায়, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, প্রধান সচিব জে কে সিনহা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জগদীশ চন্দ্র নমঃ প্রমুখ।

ব্যবসায়ী

● প্রথম পাতার পর

টাকা দেন, তাহলে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খুন করতে রাজি আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় পোস্টটি। তা নজরে আসে এক গাড়ি চালকের। তিনিই উদ্যোগ নিয়ে সত্যানন্দমের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু করে পুদুচেরির পুলিশ। ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ট্রেস করে খোঁজ মেলে আর্যকুপ্পম গ্রামের ওই ব্যবসায়ীর। এরপরেই বিদ্বেষমূলক মন্তব্য ছড়ানোর অভিযোগে ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ক্রীড়া

শততম টেস্টের আগে কোহালিদের হুঙ্কার আপাত শান্ত রুটের

নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।। প্রথম যখন ভারতে খেলতে এসেছিলেন সেটা ছিল তাঁর অভিষেক সিরিজ। জীবনের প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে। সেই ভারতের বিরুদ্ধেই ১০০তম টেস্ট খেলতে নামবেন জো রুট। ম্যাচের আগের দিন জানিয়ে দিলেন চাপে থাকবেন বিরাট কোহালিরাই। ঘরের মাঠে ভারতের টেস্ট রেকর্ড নিয়ে চিন্তা করছেন না রুটরা।কোহালির নেতৃত্বে এখনও অবধি দেশের মাঠে সিরিজ হারেনি ভারত। শেষ বার ঘরের মাঠে সিরিজ হারতে হয়েছিল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই। ২০১২ সালে সেই সিরিজেই অভিষেক ঘটেছিল রুটের। তিনি বলেন, ''প্রথম যখন খেলতে এসেছিলাম ভারতে, বুঝতেই পারিনি সেই সিরিজ জয় কতটা বড় ছিল। খুব ছোট একটা অংশ ছিলাম সেই সিরিজ জয়ের।'' সেই সময় ২২ বছরের রুট ভারতে সিরিজ জয়ের গুরুত্ব না বুঝলেও, এবারের ইংরেজ অধিনায়ক বুঝতে পারছেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখছেন ভারতকে।ঘরের মাঠে এখনও অবধি টেস্ট সিরিজ না হারা বিরাটের বিরুদ্ধে নামার আগে রুটের মতে চাপে থাকবে ভারতই। ইংরেজ অধিনায়ক বলেন, ''অস্ট্রেলিয়াকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হারিয়ে ঘরের মাঠে সিরিজ। ভারতের জন্য প্রত্যাশার বিপুল চাপ থাকবে।'' সেই সিরিজ শুরুর আগে বিরাটদের রীতিমতো হুমকি দিয়ে রাখলেন রুট। তিনি বলেন, ''বড় সিরিজ। আমরা জানি ভারতে এসে ভারতের বিরুদ্ধে খেলা কতটা কঠিন। তবে তার জন্য আমরা তৈরি। কোনরকম ভয় কাজ করছে না আমাদের মধ্যে। ৪টে টেস্ট জেতার রসদ আমাদের আছে। দারুণ একটা সিরিজ খেলা হবে।''১০০তম টেস্ট খেলার আগে গর্বিত রুট। তিনি বলেন, ''শেফিল্ডের ছোট ছেলেটা স্বপ্ন দেখত ইংল্যান্ডের জার্সি পরে একটা টেস্ট খেলার, আজ এখানে বসে আছে সে। আশা করব এটাই শেষ নয়। আমার মধ্যে এখনও অনেক খেলা বেঁচে রয়েছে। যতদিন পারব খেলে যেতে চাই।'' ৪ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের পর ৫টি টি২০ এবং ৩টি একদিনের ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। স্পিনের বিরুদ্ধে বরাবর সফল রুট, এই সফরে ইংল্যান্ডদলের বড় ভরসা। তাঁর ব্যাটের দিকেই তাকিয়ে থাকবে ইংল্যান্ড।

রিহানা-গ্রেটাদের টুইটের পালটা, ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান শচীন-বিরাট-অক্ষয়ের

নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।। কৃষকদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিশ্বখ্যাত পপস্টার রিহানা, সমাজকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ থেকে প্রাক্তন পর্নস্টার মিয়া খালিফা। টুইটারে কৃষক বিক্ষোভের প্রচার শুরু করেছেন তাঁরা। এবার তার বিরুদ্ধেই সোচ্চার হলেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ ও বিনোদুনিয়ার তারকারা। শচীন তেণ্ডুলকর, বিরাট কোহলি, অজিঙ্কা রাহানে, রবি শাস্ত্রী, অক্ষয় কুমার, লতা মঙ্গেশকর, সুনীল শেট্টি, করণ জোহর-প্রত্যেকেই ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথা বললেন। বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভারতীয় সেলেবরা বলছেন, রিহানা-থুনবার্গদের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। মঙ্গলবার রাতে ভারতের আন্দোলনরত কৃষকদের হয়ে গলা ফাটান গায়িকা রিহানা। দ্রুত সেই তালিকায় যোগ হয় গ্রেটা থুনবার্গের নাম। এরপরই টুইটারে ট্রেন্ডিং হয় 'ইন্ডিয়াটুগেদার'। মাস্টার ব্লাস্টার টুইট করেন, "ভারতের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে কোনও আপস নয়। বিদেশি শক্তি দর্শক হতে পারে, দেশের কোনও ঘটনার অংশীদার নয়। ভারতীয়রা দেশকে ভাল করেই চেনেন এবং দেশের সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত।" আবার টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলি (ব্লুশ্বষ্ঠ জ্জদ্রভ্রু) আহ্বান জানান, "আসুন, এই মতবিরোধের মধ্যে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধথাকি। কৃষকরা দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমি নিশ্চিত, এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে, শান্তি ফিরবে এবং আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যাব।" অজিঙ্কা রাহানের গলাতেও একই সুর। "যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহলে পৃথিবীতে এমন কোনও ইস্যু নেই যার সমাধান বেরবে না। চলুন, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থেকে সমস্যা মিটিয়ে ফেলি", লেখেন রাহানে। সরব হয়েছেন ক্রিকেট তারকা রোহিত শর্মাও। তাঁর কথায়, "যখনই আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, তখনই ভারত আরও শক্তিশালী হয়। সমস্যার সমাধান খোঁজাই এইমুহূর্তের দাবি।" ভারতীয় দলের কোচ রবি শাস্ত্রীও ঐক্যবদ্ধ ভারতের পক্ষে সওয়াল করেন।

আইপিএল খেলতে এবার প্রত্যেক অজি ক্রিকেটারকে নিতে হবে NOC, ঘোষণা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার

নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।। ভারতের মাটিতে আসন্ন আইপিএলে অংশ নিতে এবার অজি ক্রিকেটারদের মানতে হবে নয়া নিয়ম। ভারতে খেলতে আসার আগে প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে আলাদা করে গ্ধঞ্জঙ্খ বা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিতে হবে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্বর্তী ঋক্কঞ্জ নিক হকলি। গোটা দেশে করোনা গ্রাফ কিছুটা হলেও নিম্নমুখী। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে টিকাকরণও। এই পরিস্থিতিতে এবার আর বাইরে নয়, দেশের মাটিতেই জ্জঞ্ঝজ্র আয়োজনের ব্যবস্থা করছে ক্ষঋঞ্জজ্জ। বোর্ড সূত্রে খবর, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হতে পারে আইপিএল ২০২১-এর আসর। এর অর্থ এবার বিদেশি খেলোয়াড়রাও ভারতেই খেলতে আসবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে অজি ক্রিকেটারদের মানতে হবে নয়া এই নিয়ম। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে নিক হকলি জানিয়েছেন, "গত বছর আইপিএল আয়োজনের ব্যাপারে আমরা জানি। জৈব সুরক্ষা বলয়ে সফলভাবেই টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছিল। এবার ক্রিকেটাররা আইপিএল খেলার ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করলে, আমরা পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকের আবেদন বিবেচনা করে দেখব।" প্রসঙ্গত, গত বছর আরব আমিরশাহীতে আয়োজিত আইপিএলে ওয়ার্নার, স্মিথ-সহ ১৯ জন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার অংশ নিয়েছিলেন।এতদিন গ্ধঞ্জঙ্খ-র প্রয়োজন না হলেও এবার কেন তা লাগবে? তা অবশ্য স্পষ্ট করেনি অজি ক্রিকেট বোর্ড। এদিকে, অত্যধিক করোনা সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে বাতিল হয়েছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ। ফলে প্রথম দেশ হিসেবে ইতিমধ্যেই ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে গিয়েছে নিউজিল্যান্ড।বাকি একটি স্থানের জন্য লড়াই ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল হলেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে কোনও পরিবর্তন যে আসবে না, সেকথাও জানিয়ে দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

৯-০ ! সাউদাম্পটনকে গোলের মালা পরিয়ে ইতিহাসের পাতায় ম্যান ইউ

নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।। বিশ্বকাপে জার্মানি ৭ গোল দিয়েছিল ব্রাজিলকে। আবার গত বছর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে আট-আটটা গোল হজম করতে হয়েছিল মেসির বার্সেলোনাকে। মঙ্গলরাতে (ভারতীয় সময়) সেই স্মৃতিই ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম সাউদাম্পটন ম্যাচে। যেখানে ৯টা গোল খেয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট হল সাউদাম্পটনের। আর উলটোদিকে নিজেদের রেকর্ড ভেঙেই ফের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে ঢুকে পড়ল দ্য রেড ডেভিলসের নাম। শো শুরু হয়েছিল খেলার ১৮ মিনিটের মাথায়। দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি টাইম পর্যন্ত তা চলল। সাউদাম্পটনের রক্ষণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে একের পর এক গোল করে গেলেন রাশফিল্ড, কাভানি, ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। ততক্ষণে ব্যামসেদের আত্মবিশ্বাস ভূলুন্ঠিত। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আবার একটি আত্মঘাতী গোল করে বসেন জ্যান বেডনারেক। এখানেই শেষ নয়। একটি নয়, ৯০ মিনিটের খেলায় লাল কার্ডও দেখেন সাউদাম্পটনের দুই ফুটবলার। মাত্র ২ মিনিট খেলেই লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন অ্যালেক্স। তারপর থেকেই দশজনের দলকে নাকানি চোবানি খাওয়ায় ম্যান ইউর ফরোয়ার্ড। আর ৮৬ মিনিটে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন আত্মঘাতী গোল করা বেডনারেক। এককথায় বিভীষিকাময় রাত কাটালেন সাউদাম্পটন ফুটবলাররা। আর এই বিরাট ব্যবধানে জয়ই লিগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে দিল ম্যান ইউকে। শীর্ষে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ও গানারের দলের পয়েন্ট ৪৪। তবে সিটি তাঁদের থেকে দুটি ম্যাচ কম খেলেছে। কিন্তু সাউটাম্পটনকে গোলের মালা পরিয়ে যে আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছেন কাভানিরা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এর আগে ১৯৯৫ সালে এই ম্যান ইউ-ই ইপ্সউইচ টাউনকে ৯-০ গোলে মাটি ধরিয়েছিল। নতুন করে সেই রেকর্ড ছুঁল তারা।

নতুন করে করোনা আতঙ্ক, সমস্ত প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিল

নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।। করোনা আতঙ্কের মধ্যেই জিতলেন সেরিনা। বুধবার। রয়টার্স করোনা সংক্রমণ তাড়া করছে অস্ট্রেলীয় ওপেনকে। বুধবার নতুন করে এক হোটেলকর্মী কোভিডে আক্রান্ত হওয়ায় পরিস্থিতি আবার জটিল হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায়, তার জন্য আজ, বৃহস্পতিবার সমস্ত ধরনের প্রস্তুতি ম্যাচ স্থগিত রাখার কথা জানানো হয়েছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ৬০০ খেলোয়াড় এবং আধিকারিকদের যেতে হবে নিভৃতবাসে। ফের তাঁদের করোনা পরীক্ষা হবে। বুধবার রাতের দিকে টেনিস অস্ট্রেলিয়া টুইট করেছে, ''মেলবোর্ন পার্কে বৃহস্পতিবারের সমস্ত ম্যাচ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি বিচার করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে। আমরা সমস্ত প্রতিযোগী এবং আধিকারিকদের যত দ্রুত সম্ভব, কোভিড পরীক্ষার ব্যবস্থা করব। ভিক্টোরিয়া প্রদেশের প্রধান ড্যানিয়েল অ্যান্ড্রুজ জানিয়েছেন, মেলবোর্নের গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলের এক কর্মীর শরীরে ধরা পড়েছে করোনাভাইরাস। সেই হোটেলে বহু খেলোয়াড় ও আধিকারিক রয়েছেন। সেই কর্মীর থেকে তাঁরাও সংক্রমিত হয়েছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে তাঁদেরকে সুস্থ রাখতে নতুন করে নিভৃতবাসে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এবং তারই সঙ্গে চলবে করোনা পরীক্ষা। রিপোর্ট নেগেটিভ এলে আগের মতোই তাঁরা অনুশীলন করতে পারবেন। তিনি বলেছেন, ''টেনিসের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল সকলকে এই ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করা। তা নিশ্চিত করতে আমাদের এমন পদক্ষেপ করতেই হবে। এ নিয়ে অহেতুক উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। এ দিকে, নতুন করে করোনা আতঙ্কের মধ্যে ছুটছে সেরিনা উইলিয়ামসের জয়রথ। বুধবার ইয়ারা ভ্যালি ক্লাসিক প্রতিযোগিতায় তিনি ৬-১, ৬-৪ গেমে স্বেতানা পিরোনকোভাকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে সেমিফাইনালে সেরিনা মুখোমুখি হবেন বিশ্বের এক নম্বর অ্যাশলে বার্টির। বুধবারের ম্যাচে সেরিনা প্রথম সেট দখল করেন ২৮ মিনিটে। দ্বিতীয় সেটে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন পিরানকোভা। কিন্তু তিনটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়েওজিততে পারেননি। ম্যাচের পরে সেরিনা বলেন, """পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, এখানে খেলতে পেরে দারুণ লাগছে। ১২ মাস পরে আমরা যে খেলতে পারছি সেটাই বড় ব্যাপার।"""" অ্যাশলে বার্টি জিতেছেন মারিয়া বুজকোভার বিরুদ্ধে। ফল ৬-০, ৪-৬, ৬-৩। শেষ আটে বার্টি মুখোমুখি হবেন শেলবি রজার্সের। যুক্তরাষ্ট্র ওপেন চ্যাম্পিয়ন নেয়োমি ওসাকা জিপসল্যান্ড ট্রফি প্রতিযোগিতায় এগিয়েছেন। লড়াই করে তিনি ৩-৬, ৬-৩, ৬-১ জেতেন বিশ্বের ৩৭১ নম্বর কেটি বোল্টারের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বাছাই সিমোনা হালেপ ৬-২, ৬-৪ জিতেছেন লরা সিগমুন্ডের বিরুদ্ধে।

চার ম্যাচ নির্বাসন, পাঁচ লাখ জরিমানা ইস্টবেঙ্গল কোচ ফাওলারের

নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।। শাস্তি হবে জানাই ছিল। কিন্তু ঠিক কত টাকা জরিমানা এবং কটা ম্যাচ নির্বাসন সেটাই জানার বাকি ছিল। বুধবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এর ডিসিপ্লিনারি কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল লাল হলুদ কোচের শাস্তির ব্যাপারে। চার ম্যাচ নির্বাসন এবং পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে তাঁর। ফেডারেশনের প্রধান আইনজীবী ঊষানাথ বন্দোপাধ্যায় এই শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। এফসি গোয়া ম্যাচ রেফারিদের সঙ্গে বিতর্কে জড়ান তিনি। রেফারিদের ব্রিটিশ বিদ্বেষ অথবা ইস্টবেঙ্গল বিদ্বেষ নিয়ে মন্তব্য করেন তিনি।শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির ধারা অনুযায়ী কোচের এই মন্তব্য বর্ণবিদ্বেষী পর্যায়ে পড়ে। তাই এমন মন্তব্যে ভারতবর্ষের ফুটবল কলঙ্কিত হয়েছে অভিমত ছিল ফেডারেশনের। শেষ ম্যাচেও ইস্টবেঙ্গল বেঙ্গালুরুর কাছে পরিষ্কার দু গোলে হেরে যায়। প্লে অফের আশা মোটামুটি শেষ। তার ওপর ব্রিটিশ কোচের এমন মন্তব্য এবং শাস্তি ক্লাবের কাজটা আরও কঠিন করে দিল। ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে ধারা ৫৯ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই ধারায় শাস্তির পরিমাণ আরও বেশি হত। কিন্তু ব্রিটিশ কোচকে এবার দলের কথা চিন্তা করেই ওই শাস্তি দেয়নি ফেডারেশন। এদিকে সুভাষ ভৌমিক সহ বিভিন্ন প্রাক্তন ফুটবলার এবং কোচ সমালোচনা করতে ছাড়েননি ব্রিটিশ কোচের। তাঁর গেম রিডিং, ফুটবলার পরিবর্তন থেকে শুরু করে মেজাজ হারানো, সব কিছুরই সমালোচনা করেছেন প্রাক্তনরা। এদিকে লাল হলুদ দলের সহকারী কোচ টনি গ্রান্ট একটি বিস্ফোরক ট্যুইট করেন যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। তিনি বলেন ক্লাবের পুরনো ম্যানেজমেন্ট নতুন দলের ক্ষতি করতে চাইছেন এবং নিজেদের পরিচিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ব্যবহার করে ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান কোচ এবং স্টাফদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন। এটা কোনও মতেই মেনে নেওয়া যায় না। পরে অবশ্য বিতর্ক তৈরি হওয়ায় এই ট্যুইট মুছে ফেলেন তিনি। কিন্তু ততক্ষনে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। প্রচুর সমর্থক এবং ক্লাব অনুরাগীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা করেন এই পোস্টের।

স্টোকস, আর্চাররা আইপিএলে প্রাক্তন সতীর্থ কোহালিদের সব কথা কি ফাঁস করে দিয়েছেন রাহানে

নয়াদিল্লী, ৪ ফেব্রুয়ারী।। আইপিএল শুরু হওয়ার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে বাকি ক্রিকেটখেলিয়ে দেশগুলির দূরত্ব ঘুচে গিয়েছে। অনেকেই মনে করেন, আইপিএল খেলার সুবাদে বিদেশি ক্রিকেটাররা নিজের দেশের হয়ে খেলতে আসার সময় আলাদা সুবিধা পান। কিন্তু এই তত্ত্ব উড়িয়ে দিলেন অজিঙ্ক রাহানে। জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কথা মাথায় রেখেই নিজেদের সব পরিকল্পনা বিদেশি ক্রিকেটারদের তাঁরা বলেন না।ইংল্যান্ডের জস বাটলার, বেন স্টোকস এবং জফ্রা আর্চার রাজস্থান রয়্যালসে রাহানের সতীর্থ ছিলেন। কিন্তু রাহানের মতে, দেশের হয়ে খেলা সবার থেকে আলাদা। বলেছেন, ''এমন নয় যে, আইপিএলে আমরা সব কথা বিদেশিদের বলে দিই। হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে ক্রিকেট খেলি ঠিকই। কিন্তু দেশের হয়ে খেলতে নামলে ব্যক্তি হিসেবে এবং দলের হয়ে কতটা তুমি দিতে পারছ তার উপরেই লক্ষ্য থাকে।'' ২০১৯ পর্যন্ত রাজস্থানে থাকলেও ২০২০ মরশুমে রাহানে যোগ দিয়েছেন দিল্লি ক্যাপিটাসে। তবে আইপিএলের প্রাক্তন সতীর্থ স্টোকস এবং আর্চারের প্রশংসা করতে ভোলেননি। বলেছেন, ''বেন স্টোকস এবং আর্চার খুব ভাল ক্রিকেটার। ইংল্যান্ডের হয়ে দারুণ খেলেছে। কিন্তু ব্যক্তির বদলে আমরা গোটা দলের উপরেই নজর রাখছি। ওদের দলেও অনেক ভারসাম্য রয়েছে।''

ব্যাঙ্গালুরুতে এয়ার শো'তে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ অন্যান্যরা। ছবি-পিআইবি।

কৃষকদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনাই কেন্দ্রের প্রচেষ্টা ঃ কৃষিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষকদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনাই কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য। নরেন্দ্র মোদী সরকার কৃষকদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার। শুক্রবার রাজ্যসভায় কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, 'কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হোক এবং জিডিপি-তে কৃষির অবদান যাতে দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এটাই সরকারের প্রচেষ্টা। সেই লক্ষ্যে এই তিনটি কৃষি আইন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রাজ্যসভা এবং কৃষকদের আমি জানাতে চাই, কৃষক কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।'

কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'আমি এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দিতে চাই, সরকার যদি কৃষি আইনে সংশোধনের জন্য প্রস্তুতও হয়, তার মানে এটা মোটেও নয় যে কৃষি আইনে কোনও ত্রুটি ছিল। নির্দিষ্ট রাজ্যের কৃষকদেরই ভুল বোঝানো হচ্ছে।' কৃষিমন্ত্রী রাজ্যসভায় এদিন আরও বলেন, কৃষকদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। রেলের মাধ্যমে পরিবহন করা হবে ফল ও সবজি, এ বিষয়ে কে ভেবেছিল? উৎপাদন খরচের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি এমএসপি সরবরাহ করতে শুরু করেছি আমরা। এছাড়াও আত্মনির্ভর প্যাকেজের অধীনে ১ লক্ষ কোটি টাকার কৃষি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড প্রদান করা হয়েছে।'

বিরোধীদের উদ্দেশে কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, 'কৃষি আইন বাস্তবায়িত হলে অন্যরা তাঁদের জমি দখল করে নেবে, এই ধরনের কথা বলে কৃষকদের ভুল বোঝানো হচ্ছে। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং আইন অনুযায়ী যে কোনও ব্যবসায়ী কৃষকদের জমি ছিনিয়ে নিতে পারেন, এমন কোনও বিধান যদি থাকে তাহলে সেটা আমাকে জানান।' কৃষিমন্ত্রী এদিন বলেন, 'সরকারের দরিদ্রমুখী প্রকল্পগুলি গ্রামে বাসকারী মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।'

সুপ্রিম কোর্টে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন ফারুকি মধ্যপ্রদেশ পুলিশকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নিম্ন আদালতে খারিজ হয়েছিল জামিনের আবেদন, জামিন-আর্জি খারিজ হয়েছিল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টেও। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্টে অন্তর্বর্তী জামিন পেয়ে গেলেন কমেডিয়ান মুনাওয়ার ফারুকি। হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে 'অশালীন' মন্তব্যের অভিযোগ রয়েছে এই কমেডিয়ানের বিরুদ্ধে।

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানার অভিযোগে মুনাওয়ার ফারুকিকে গ্রেফতার করেছিল মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। গ্রেফতার হওয়ার পর প্রথমে মধ্যপ্রদেশের নিম্ন আদালতে জামিনের আর্জি জানিয়েছিল মুনাওয়ার। কিন্তু, সেই আর্জি খারিজ হয়ে যায়। এরপর মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টেও খারিজ হয়ে যায় কমেডিয়ান মুনাওয়ার ফারুকির জামিনের আবেদন।

এরপর সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হন তিনি, চ্যালেঞ্জ জানান মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের রায়কে। শুক্রবার ফারুকিকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফারুকি যে আবেদন জানিয়েছিলেন, সেই আর্জির প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রদেশ পুলিশকে নোটিশ পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে শো চলাকালীন হিন্দু দেবদেবীদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছিলেন মুনওয়ার, এই অভিযোগে নতুন বছরের প্রথম দিনই মুনওয়ার-সহ অপর চারজনকে গ্রেফতার করেছিল ইন্দোর পুলিশ। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত এবং করোনা বিধি লঙ্ঘনের অপরাধে অভিযুক্ত তাঁরা।

বিএমসির নোটিশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করলেন সোনু সুদ

মুম্বাই, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। মুম্বাইয়ের জুহুতে ফ্ল্যাটে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে বিএমসির নোটিশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নিলেন অভিনেতা সোনু সুদ।

সোনু সুদের পক্ষ থেকে আইনজীবী মুকুল রোহাতগী বলেন, সোনু বিএমসির কাছে নিজের বিষয়টা তুলে ধরেছে। তাদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করবেন। এই নোটিশ প্রত্যাহারের জন্য সোনু সুদ বম্বে হাইকোর্টে একটি আবেদন করেছিলেন। উচ্চ আদালত ২১ জানুয়ারি সোনু সুদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। মুম্বইতে অবৈধ নির্মাণের মামলায় বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের অভিযোগের ভিত্তিতে বোম্বে হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টে যান সোনু। অভিনেতা পিটিশনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টেকে জানিয়েছিলেন, বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের কাছে পাঠানো কিছু আবেদনের সাড়া দেওয়ার পর তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

প্রসঙ্গত, সোনুর নামে বিএমসির অভিযোগ, তিনি নিজের বাসস্থানের বাড়িকে হোটেলের কাজে ব্যবহার করছেন। যদিও সোনু জানিয়েছেন, বাসস্থানের বাড়িকে হোটেলে রূপান্তরিত করার জন্য ইতিমধ্যেই কিছু চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু বিএমসি সেই চিঠিতে সাড়া দেয়নি, উল্টে অভিনেতাকে আইনি প্যাঁচে ফেলার জন্য বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে আইনের জালে ফেলতে চাইছিল। আর তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সোনু।

সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানানো হয়েছে, সোনুর পাঠানো চিঠির ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে। তারপর অভিনেতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারবে কর্তৃপক্ষ। মুম্বইতে অবৈধ নির্মাণের জেরে বৃহন্মুম্বই পুরসভার নোটিস পান সোনু সুদ। পুরসভার নোটিসের ভিত্তিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিনেতা। কিছুদিন আগেই বোম্বে হাইকোর্ট সোনুর অন্তবর্তী আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

উমরাংসোতে গাড়িচালক খুনে জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার দুই

হাফলং (অসম), ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসোতে গত ৩ ফেব্রুয়ারি একটি খুনের ঘটনায় জড়িত দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উমরাংশুর ১৪ কিলো এলাকার বাসিন্দা পেশায় গাড়িচালক চন্দ্রকুমার সিনহাকে বিজয় শিল এবং শঙ্কর দাস নামের দুই যুবক খুন করে রাস্তার পাশে ফেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ। খুন হওয়ার ১৬ ঘণ্টার মধ্যেই উমরাংসো পুলিশ দুই খুনিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।

উমরাংসো থানার ওসি নিতুমণি হাজরিকা জানিয়েছেন, গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাত প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ টহলদারির সময় উমরাংসোর রাস্তার পাশে চন্দ্রকুমার সিনহা নামের ব্যক্তিকে পাশে পড়ে থাকতে দেখে তিনি তাকে উদ্ধার করে উমরাংসো প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে চিকিৎসকরা চন্দ্রকুমারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার পরই পুলিশ তদন্তে নেমে যে লাঠি দিয়ে আঘাত করে চন্দ্র কুমার সিনহাকে খুন করেছিল সেই রক্তমাখা লাঠি ঘটনাস্থলের কিছু দূর থেকে উদ্ধার করেছে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে তদন্তের গতি বাড়িয়ে পুলিশ এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই যুবক বিজয় শিল ও শঙ্কর দাসকে গ্রেফতার করেছে।

এদিকে ধৃত দুই যুবক চন্দ্র কুমার সিনহার খুনের কথা স্বীকার করেছে পুলিশের জেরার মুখে। গাড়ি চালক চন্দ্রকুমার সিনহার সঙ্গে বচসা বাঁধায় তারা নাকি তাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খুন করেছে বলে স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছে ধৃতরা। অন্যদিকে দুই খুনিকে শুক্রবার হাফলং সিজেএম আদালতে নিয়ে আসা হলে হত্যায় অভিযুক্ত বিজয় শিল ও শঙ্কর দাসকে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে আদালত।

গুগলকে নোটিশ দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কৃষক আন্দোলনের সমর্থন সংক্রান্ত টুলকিট কোন আইপি অ্যাড্রেস থেকে শেয়ার হল জানতে মরিয়া দিল্লি পুলিশ। ইতিমধ্যেই এই তথ্য পেতে গুগলের দ্বারস্থ হয়েছে পুলিশ। গুগল ডকে শেয়ার করা এই টুলকিট কারা লিখেছেন তা জানতে চায় দিল্লি পুলিশ। তাই যে জায়গা থেকে ওই টুলকিট আপলোড করা হয়, তার আইপি অ্যাড্রেস জানতে চায় তারা।

দিল্লি পুলিশের বিশেষ কমিশনার প্রবীর রঞ্জন জানিয়েছেন, ওই টুলকিটের লেখকদের বিরুদ্ধে তাঁরা মামলা দায়ের করেছেন। তবে এফআইআরে কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের পরেই জানা যাবে, কারা ওই টুলকিট তৈরি করেছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে, তাই কারও নাম এখনও দেওয়া হয়নি।

প্রবীর রঞ্জন আরও বলেছেন, বেশ কিছু দিন ধরে দিল্লি সীমানায় কৃষক আন্দোলন চলছে, বেশ কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের দিকে নজর রাখছে দিল্লি পুলিশ। এমন তিনশর মত অ্যাকাউন্ট তারা চিহ্নিত করেছে, এগুলি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যে তথ্য দিচ্ছে, দেশে অনৈক্য ছড়ানোর চেষ্টা করছে। টুলকিট অ্যাকাউন্টটি চালায় একদল খালিস্তানপন্থী। প্রজাতন্ত্র দিবসের কৃষক তাণ্ডবের পর তারা একটি ডিজিটাল আঘাতের পরিকল্পনা করে। এ ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনা সংক্রান্ত নথি হাতে পেয়েছে দিল্লি পুলিশ। দেখা যাচ্ছে, তাতে যেমন যেমন আছে, ঠিক সেভাবেই ছক মত সব কিছু করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে সাইবার সেলে।

দিল্লি পুলিশ মনে করছে, সেই টুলকিট ডকুমেন্ট-এর আইপি অ্যাড্রেস অ্যাকসেস করতে পারলেই কাজের কাজ হবে। আইপিসি-র ১২৪-এ, ১৫৩-এ, ১৫৩, ও ১২০-বি ধারায় বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। তবে এবার ব্যাপারটি দেখছে দিল্লি পুলিশের সাইবার সেল। মনে করা হচ্ছে, ভুয়া পোস্ট করে অনেক আগে থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় হিংসার বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বুধবার পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ ওই বিতর্কিত টুলকিটটি টুইট করেন, যদিও পরে ডিলিট করে দেন। কৃষি আইনের প্রতিবাদে আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনেও টুইট করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীকে খুনের হুমকি দিয়ে গ্রেফতার পুদুচেরির ব্যবসায়ী

পুদুচেরি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পাঁচ কোটি টাকার বিনিময়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খুন করতে রাজি পুদুচেরির আর্যকুপ্পম গ্রামের ব্যবসায়ী সত্যানন্দম সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মর্মে পোস্ট করেন। ৪৩ বছর বয়সী ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৫(১) ও ৫০৫(২) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আদালতে পেশ করা হলে বিচারক অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, দিন কয়েক আগে ফেসবুকে নিজের অ্যাকাউন্টে ব্যবসায়ী সত্যানন্দম একটি পোস্ট করেন। যেখানে তিনি লেখেন, যদি কেউ তাঁকে পাঁচ কোটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির রথযাত্রা কর্মসূচিকে রুখতে পারবে না জেলা প্রশাসন ঃ বিজয়বর্গীয়

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগ বাড়াতে রথযাত্রা করার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। কলকাতা হাইকোর্ট বিজেপির এই রথযাত্রা বন্ধ করেনি, তাই এই কর্মসূচিকে রুখতে পারবে না জেলা প্রশাসন। শুক্রবার এমনটাই বললেন বাংলায় বিজেপির সহ পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পাঁচটি "রথযাত্রা" বা "পরিবর্তন যাত্রা"র আয়োজন করেছে বিজেপি। শনিবার নবদ্বীপ থেকে প্রথম রথযাত্রার সূচনা করবেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। এছাড়াও নবদ্বীপ, কোচবিহার, কাকদ্বীপ, ঝাড়গ্রাম ও তারাপীঠে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যজুড়ে এই রথযাত্রা করতে চেয়ে মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু, রাজ্য প্রাশাসনের তরফে বিজেপি নেতৃত্বকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর অনুমতি নিতে হবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে। অর্থাৎ, যে এলাকাগুলির উপর দিয়ে রথ যাবে, সেই সব জেলার প্রশাসনের ছাড়পত্র মিললে তবেই যাত্রা করা যাবে। এরই মধ্যে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিজেপির রথযাত্রা আটকাতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা। আইনজীবী রামাপ্রসাদ সরকার ওই মামলা করেছেন বলে খবর।

এদিন কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, "রথযাত্রায় স্থগিতাদেশ জারি করেনি আদালত। সুতরাং, জেলা প্রশাসন এটা আটকাতে পারবে না। বিরোধী দল হিসেবে এটা আমাদের মৌলিক অধিকার। ৬ ফেব্রুয়ারি নাড্ডাজি নবদ্বীপ থেকে রথযাত্রার সূচনা করবেন। ১১ তারিখ কোচবিহার থেকে আরেকটি রথযাত্রার সূচনা করবেন অমিত শাহ"।

নতুন উচ্চতায় সেনসেক্স পার করল ৫১ হাজারের গণ্ডি

মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বাজেটের পর থেকেই তরতর করে উপরে উঠছে সূচক। রীতিমতো ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছে গেল সেনসেক্স। শুক্রবার প্রথমবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক পেরল ৫১ হাজারের গণ্ডি। সেই সঙ্গে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটিও ১৫ হাজারের উপরে পৌঁছে গেল।

শুক্রবার বাজার খুলতেই বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক প্রায় ৪১৭ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়। এবং ইতিহাসে প্রথমবার তা পেরিয়ে যায় ৫১ হাজারের গণ্ডি। বাজার খোলার পর আধঘণ্টার মধ্যে সেনসেক্সের সূচক গিয়ে দাঁড়ায় ৫১ হাজার ৩১ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি সূচক ৫০ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে প্রথমবার পেরিয়ে যায় ১৫ হাজারের গণ্ডি। যা ইতিহাসে প্রথমবার ঘটল। পরে অবশ্য এই সূচক সামান্য নেমেছে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই লাগাতার ঊর্ধমুখী শেয়ার সূচক। গতমাসের মাঝামাঝি প্রথমবার ৫০ হাজারের গণ্ডি পেরিয়েছিল সেনসেক্সের সূচক। যা হয়েছিল মূলত করোনার টিকাকরণ শুরু হওয়া এবং মার্কিন মুলুকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জেরে। বাজারে বৃদ্ধির সেই ধারা অব্যাহত রইল নির্মলার বাজেট পেশের পরেও। বলে রাখা ভাল, লকডাউন পর্বে ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত দিনের সাক্ষী হয় দালাল স্ট্রিট। সেনসেক্স নেমে দাঁড়ায় ২৫ হাজারের কোঠায়। সেখান থেকে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ফের রেকর্ড বৃদ্ধি সুসময়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

১২,১১০ কোটি টাকার কৃষিঋণ মকুবের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী পালিনাস্বামীর

চেন্নাই, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের প্রায় ১৬ লক্ষ কৃষক যারা ঋণ নিয়েছিলেন, তা মকুব করল তামিলনাড়ু সরকার। তামিলনাড়ুতে সমবায় ব্যাঙ্ক মারফত কৃষকেরা যে ঋণ নিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ রূপে মকুবের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ই পালিনাস্বামী।

মোট ১২,১১০ কোটি টাকার ঋণ মকুবের কথা শুক্রবার ঘোষণা করেছে তামিলের এ আই ডি এম কের সরকার। পালিনাস্বামী এদিন জানিয়েছেন, এর ফলে কৃষকদের চাষ করতে সুবিধা হবে। গোটা লকডাউন কিংবা করোনার সংক্রমণে চাষে ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও গত বছরে দুটি বড় সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চাষ আবাদে। এদিন থেকে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কৃষকদের সমস্ত ঋণ মকুব করা হল।

এদিন তিনি আরও বলেন, ডিএমকের সরকার কৃষকদের বিনামূল্যে দুই-একর করে জমি দেবে বলেছিল চাষবাসের জন্য। সেটা পুরোটাই ভাওতা ছিল, এআইডিএমকে কোনও ভাওতাতে যায় না।

২০ দিনে ৪৯ লক্ষের বেশি টিকাকরণ ভারতে করোনায় মৃত্যু ১,৫৪,৮২৩

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি লাগোয়া গাজিপুর, টিকরি প্রভৃতি সীমানায় কৃষকদের রুখতে রাস্তায় পেরেক পুঁতে রাখা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সাংসদ সতীশ মিশ্র। শুক্রবার সকালে রাজ্যসভায় সতীশ মিশ্র বলেছেন, প্রতিবাদস্থলের কাছে পেরেক পুঁতে রাখা হয়েছে। আমার মতে পাকিস্তান সীমান্তে এই ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারত ভারত সরকার, সেখানে এমনটা না করে দিল্লি সীমানায় পেরেক পুঁতে রাখা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী সরকারকে "অহঙ্কারী" আখ্যা দিয়ে সতীশ মিশ্র বলেছেন, "অন্নদাতাদের দেশের শত্রু বলা হচ্ছে। অহঙ্কার দূরে সরিয়ে, তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করা উচিত সরকারের, এটাই সরকারের কাছে আমার অনুরোধ।"

রাজ্যসভার সতীশ মিশ্র আরও বলেছেন, "কৃষকদের দমন করার জন্য গর্ত খোলা হয়েছে, আমার মতে এই গর্ত কৃষকদের জন্য নয়, সরকারের জন্য। প্রতিবাদস্থলে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে, সেখানে মহিলারা রয়েছেন সেই কথা না ভেবে শৌচালয়ও সরিয়ে দিয়েছে। এটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল।" উল্লেখ্য, তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দুই মাসের বেশি সময় ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। শুক্রবার গাজিপুর সীমানায় (দিল্লি-উত্তর প্রদেশ সীমানা) ৭০ তম দিনে পড়েছে কৃষকদের আন্দোলন। আন্দোলন-প্রতিবাদ চলছে সিংঘু ও টিকরি সীমানাতেও।

বাড়তে বাড়তে ভারতে ২০-কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭, ১৫,৭৭৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৯, ৯৯,৩১,৭৯৫-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে সুস্থতার রোজই ঊর্দমুখী, লাফিয়ে লাফিয়ে কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৫,৮৫৩ জন, ফলে দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৭.১৩ শতাংশ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৪,৮২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১২০ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৪,৯৬,৩০৮ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৫১,৪৬০ জন করোনা-রোগী (১.৪৪ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।